বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে
এম, ফিল, ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত।

ডিসেম্বর - ১৯৯৯ ইং।

382791

গবেষক
পপি সরকার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
Dhaka University Library
382791

তত্ত্বাবধায়ক
এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

M.

M.Phil.

382791

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পপি সরকার কর্তৃক লিখিত। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি।

GIFT

382791

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখঃ- ২৯/১১/৯১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	I- II
অধ্যায়-১	ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি	১-১৯
	১. ক. ভূমিকা	১
	১.খ. গবেষণার পরিধি-	১৫
	১.গ. উদ্দেশ্য ।	১৫
	১.ঘ. গবেষণা পদ্ধতি ।	১৬
	১.ঙ. অভিসন্দর্ভ বিন্যাস ।	১৮
অধ্যায়-২	বাংলাদেশের রাজনীতির '৭১ পূর্বাবস্থা	২০-৩২
অধ্যায়-৩	বাংলাদেশের রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ	৩৩-৮৬
	৩.ক. স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সময়কালঃ (১৯৭১-'৭৫)	৩৩
	৩.খ. সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সময়কালঃ (১৯৭৫-'৯০)	৪৪
	৩.গ. সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সময়কালঃ (১৯৯১-'৯৯)	৬৪
অধ্যায়-৪	রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি	৮৭-১০৩
অধ্যায়-৫	সারমর্ম ও উপসংহার-	১০৪-১১১
	নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী	১১২-১১৭

382791

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্রতম দেশ। ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষা এখানে এতটাই প্রকট যে, এখনো কোন সুস্থ ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা হয়নি বা হতে পারেনি। প্রায় দুইশত বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও ২৩ বছরের পাকিস্তানী আভ্যন্তরীন শোষনের ফলে দেশটি ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত। কিন্তু এত কিছুর পরেও এ দেশের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতি রয়েছে, যা এ দেশের আপামর জনগন লালন করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমি এই বিষয়টি নিয়ে গবেষনার গুরুত্ব অনুভব করেছি কারন- এ ক্ষেত্রটিতে তেমন একটা কাজ হয়নি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গবেষনা কাজটি সমাপ্ত করতে হয়েছে বলে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তবে এ কথা সত্য যে, গবেষক হিসেবে আমার ধৈর্য্য ও আন্তরিকতার কোন অভাব ছিলনা। গবেষনা কর্মটি সম্পাদন কালে আমি অনেকের কাছ থেকেই সহযোগিতা, পরামর্শ, নির্দেশনা ও উৎসাহ পেয়েছি- যা ছাড়া আমার পক্ষে এটি শেষ করা সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গে আমি সর্বাগ্রে গভীর শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করতে চাই আমার গবেষনার তত্ত্বাধায়ক অধ্যাপক এম, সাইফুল্লাহ্ ভুঁইয়া এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মন এর নাম । গবেষনা প্রস্তাব তৈরী থেকে শুরু করে প্রশ্ন পত্র তৈরী, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নির্ধারন, উত্তর দাতার ধরন নির্বাচন তথ্য বিশ্লেষন ও তত্ত্বগত কাঠামো উন্নয়ন সহ প্রতিটি পর্যায়েই উনারা যথেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করেছেন। গবেষনা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বৃত্তি পাই। যার ফলে আমার গবেষণার কাজটি সুসম্পন্ন হয়। এ জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাথমিক ভাবে আমি আমার বাবা - মায়ের উৎসাহে কাজটি সম্পাদন করতে উৎসাহিত হয়েছিলাম। তাদের প্রতি আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি একই সাথে আমার ছোট ভাই লিটন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যে এই দীর্ঘ অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করতে সহযোগীতা করেছে।আমি আমার উত্তরদাতাদেরকেও তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমার গবেষনা কাজটি বাংলাদেশের চলমান রজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপলব্ধির ক্ষেত্রে যদি এতটুকু অবদান রাখে তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — পপি সরকার

ডিসেম্বর-১৯৯৯ইং

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ≈ এক

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

১.ক. ভূমিকাঃ

সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্র বিজ্ঞানে "রাজনৈতিক সংস্কৃতি" একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ধারনা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ শতকের মধ্যভাগ থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এ ধারনাটির ব্যবহার শুরু হয় । জাতীয় চরিত্র, জাতীয় মনোভাব ইত্যাদি ভাবকে ধারন ও প্রকাশ করার জন্য মূলত: রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহৃত হয় ।

G. ALMOND, Public Opinion শব্দের পরিবর্তে Political Culture শব্দটি ব্যবহার করেন । তাই বলে Public Opinion ই Political Culture নয় । Walter, A. Rogenbaum বলেন যে, Political Culture শব্দটি ব্যবহারের পূর্বে Political Ideology, National Character এবং Political Psychology শব্দ গুচ্ছ গুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হত।

বর্তমানে এগুলো রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত বিষয় । এছাড়া যারা রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যবহার ও প্রয়োগকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তাদের মধ্যে ULAM, BEER, COLEMAN, VERBA, PYE প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । এ ধারনা বিকাশে ALMOND ও VERBA এর ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ *The Civic Culture* মাইল ফলক হিসাবে কাজ করেছে । ১৯৬৫ সালে VERBA ও PYE সম্পাদিত আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ *Political Culture and Political Development* এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতি অধ্যয়নের ব্যাপক প্রসার ঘটে ।

(i) সংস্কৃতির সাধারন অর্থ ঃ

নৃ-তত্ত্ববিদগন সংস্কৃতি (কৃষ্টি) শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাধারন যে অর্থ তা হল "সামাজিক উদ্দেশ্য গুলোর প্রতি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি"। এ অর্থে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলতে কোন একটি জাতির সদস্যবৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান সেই

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত বিশ্বাস ব্যবস্থার সমষ্টিকে বুঝায়, যা অন্যান্য জনগোষ্ঠী হতে ঐ সমাজের পার্থক্য নির্নয় করে। সংস্কৃতি বলতে একটি সমাজের মৌলিক মূল্যবোধকে বুঝায় । টয়লারের মতে "সংস্কৃতি হচ্ছে জটিল একটি পূর্নাঙ্গ ব্যবস্থা, যার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে সমাজবাসীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যান-ধারনা, বিশ্বাস, শিল্প, আইন-আদালত, নীতিকথা, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি যা সমাজবাসী বংশানুক্রমে অর্জন করে থাকে" ।[১] অর্থ্যাৎ, টয়লার সমাজবাসীর পূর্ন জীবন যাত্রা প্রনালীকে সংস্কৃতি বলেছেন । সংস্কৃতি প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের বক্তব্য বেশ সুস্পষ্ট, "মানুষের জীবন সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি" ।[২]

অতএব, বলা যায়, সমাজবাসীর পূর্ন জীবন প্রনালীই হ'ল সংস্কৃতি। এখানে মার্জিত অমার্জিতের কোন প্রভেদ নেই। সমাজবাসী যে প্রকারে তার পূর্নজীবনের প্রকাশ ঘটায় তাই তার সংস্কৃতি, এ অর্থে উন্নত হোক , অনুন্নত হোক সকল সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে ।

(ii) রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল সাধারন সংস্কৃতির সে অংশ যা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগনের বিশ্বাস, অনুভুতি , ও মূল্যায়নের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। প্রায়শই একজন ব্যক্তি তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন না কোন ধারনা পোষন করে; প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে; মূল্যায়ন করে। এ প্রসঙ্গে তালুকদার মুনিরুজ্জামানের বক্তব্য প্রনিধান যোগ্য। তার মতে, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রতিবেশ পরিচিতি করনের সে সকল দিকের সমষ্টিকে বোঝায়, যা ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যবহারকে প্রভাবিত করে; এবং রাজনৈতিক সামাজিকীকরন ও নিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে সেই কার্য প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি এই প্রতিবেশ পরিচিতি করন লাভ করে" ।[৩] সকল

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে. সকল মানুষেরই রাজনৈতিক সংস্কৃতি রয়েছে । রাজনৈতিক সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরবর্তী পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় ।

(iii) রাজনৈতিক সংস্কৃতির কতিপয় সংজ্ঞা ঃ

ALMOND and POWELL এর মতে. "Political culture is the pattern of individual attitudes and orientations toward politics shared by members of a political system"[৪]

SIDNEY VERBA বলেন. "The political culture consists of empirical beliefs expressive symbols and values which define the situation in which political actions take place. It provides the subjective orientation of politics".[৫]

LUCIANA PYE এর মতে. "Political culture is a set of attitudes. beliefs and sentiments which give order and meaning to a political process and which provide the underlying assumptions and rules that govern behaviour in the political system or the manifestation in aggregate form of the psychological and subjective dimension of politics" [৬]

MACRIDIES এর মতে. "A Political cultule Constitutes Commonly shared goals and norms." [৭]

MEHNAN KAMRAVA বলেন. "Political culture is made up of those norms and values that relate to the political system." [৮]

(iv) রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেনী বিভাগ ঃ

পৃথিবীর সকল দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরন এক নয় । এমন কি একই সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান । তাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন দিক থেকে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেনী বিন্যাস করেছেন । এ ক্ষেত্রে অ্যলমন্ড, ভারবা, কোলম্যান, লুসিয়ানপাই, রজেনব্যাম প্রমুখের নাম উল্লেখ যোগ্য ।

রজেনব্যামের শ্রেণী বিভাগ ঃ

ওয়াল্টার এ রজেনব্যাম তার '*Political Culture*' নামক গ্রন্থে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন -

I) FRAGMENTED POLITICAL CULTURE :

অধ্যাপক রজেনব্যামের মতে, A fragmented political culture is one whose population lacks broad agreement upon the way in which political life should be conducted . বিখন্ডিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনসমাজ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতি তাদের পরস্পর বিরোধী এবং অসঙ্গতিপূর্ন বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ।

II) INTERGRATRTED POLITICAL CULTURE :

বিখণ্ডিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সংস্কৃতিকেই অখন্ড বা সমন্বিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে। অর্থাৎ রাজনৈতিক জীবন পরিচালনার রীতিনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য লক্ষ্য সমুহ বিরোধ নিস্পত্তির সিভিল নিয়মাচার, প্রতিষ্ঠান, প্রতীক ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে যেখানে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সমঝোতা বিদ্যমান , সাধারনত: তাকেই অখন্ড বা সমন্বিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে ।

Dhaka University Institutional Repository

ALMOND and VERBA এর রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ ঃ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত: সার্বিক ভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি । ALMOND ও VERBA তাদের শ্রেণী বিন্যাসে এ TALCOTT PARSONS এবং EDWARD SHILS কে অনুসরন করে ব্যক্তির রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গিকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করেছেন -

১. জ্ঞান সংক্রান্ত (cognitive)

২. অনুভূতি সংক্রান্ত (affective)

৩. মূল্যায়ন সংক্রান্ত (evaluative)

রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে জনসমষ্টির জ্ঞান, অনুভূতি ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

ব্যক্তি সাধারনত: রাজনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি দিকের প্রতি তার দৃষ্টি ভঙ্গি প্রদর্শন করে ।

১. আইন প্রনয়নকারী সংস্থা, প্রশাসন ব্যবস্থা বা আমলা ব্যবস্থার মত বিশিষ্ট কাঠামো ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ।

২. ঐ সব ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি বর্গ সম্পর্কে যেমন- রাজা, আইন প্রনেতা, প্রশাসক ।

৩. বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয়নীতি, সিদ্ধান্ত ও তাদের বাস্তবায়ন সম্পর্কে ।

ALMOND and VERBA রাজনৈতিক লক্ষ্য বস্তুর প্রতি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, সচেতনতা , কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১. Parochial Political Culture:

এই Political Culture বলতে সেই সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে , যেখানে এর সদস্যগন জাতীয় রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ও এর বিভিন্ন কাঠামো ও কার্যাবলী সম্মন্ধে কোন জ্ঞান রাখেনা । রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরন ও উপপাদ কার্যাবলী সম্মন্ধে তারা অজ্ঞ ।

Dhaka University Institutional Repository

২. Subject Political Culture:

এতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও এর উপপাদ সম্পর্কে জনগনের মধ্যে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা ও ধারনা বিদ্যমান এবং জনগন এর মূল্যবোধের বন্টন আশা করে । কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরন ও কার্যাবলী সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ ভাবে নিরব ও নিস্পৃহ ।

৩ । Participant Political Culture:

ইহা সেই সংস্কৃতিকে বুঝায় যাতে জনগন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এর বিভিন্ন কাঠামো, ও এর কার্যাবলী, দাবী - দাওয়া ও উপপাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারনা পোষন করে, এবং সেগুলো ব্যক্ত করে রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশ গ্রহন করে ।

উপরোক্ত সংস্কৃতি গুলো ছাড়াও রাজনীতিতে আরো কত গুলো সংস্কৃতি বিদ্যমান ।

এগুলো হল -

১ । পৌর সংস্কৃতি (Civic Culture)

২ । এলিট সংস্কৃতি (Elite culture)

৩ । গন সংস্কৃতি (Mass culture)

৪ । উপসংস্কৃতি (Sul culture)

৫ । ভূমিকা সংস্কৃতি (Role Culture)

৬ । নিষ্ঠাবান সংস্কৃতি (Allegiant culture)

৭ । মিশ্র সংস্কৃতি (Mixed Culture)

(v) তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ

বাংলাদেশ "তৃতীয় বিশ্বের" অন্তর্ভূক্ত একটি দেশ । তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আলোচনার পূর্বে "তৃতীয় বিশ্বের" রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি একটু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন । তৃতীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ গুলো আয়তনে যেমনই হোক না কেন এর লোকসংখ্যা বৃহৎ এবং বহুল সমস্যা জর্জরিত । আর এই অনুন্নত অবস্থা সে সকল দেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে । ফলে দেখা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মত ততো সুসংহত নয় , অর্থ্যাৎ তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি অসমভাবে গড়ে উঠেছে ।

তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সামাজিক ও ব্যক্তিগত কার্যকলাপ হতে পৃথক নয় । অর্থ্যাৎ এখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের বেড়াজালকে ছিন্ন করে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক পটভূমিকায় গড়ে উঠতে পারেনি। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে অধিক মাত্রায় কোন্দল বিদ্যমান । এখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও কার্যকলাপ হতে পৃথক নয় । অন্য দিকে রাজনৈতিক দল গুলো আন্তর্জাতিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ভঙ্গি পোষন করে । ফলে উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা আদর্শগত রাজনৈতিক কোন্দল রাজনৈতিক উন্নয়ন স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারেনা । এসকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলীয় ও ব্যক্তিগত কোন্দলই যাবতীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয় ।

এই সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি জনগনের অত্যধিক আনুগত্য পরিলক্ষিত হয় । এখানে দেখা যায় যে, জনগন একটি রাজনৈতিক আদর্শ বা নীতির প্রতি যতখানি অনুগত বা শ্রদ্ধাশীল তদাপেক্ষা অধিক অনুগত কোন কোন রাজনৈতিক দল বা এর নেতার প্রতি । জনগন ঐ দলের নীতি বা আদর্শ অপেক্ষা এর নেতৃবৃন্দের প্রতি নিজেদের একাত্মতা প্রকাশ করেই অধিক স্বস্তিবোধ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

এতে বিরোধী দল ও ক্ষমতাশীন এলিট গোষ্ঠী বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে থাকে । ক্ষমতাশীন শাসক গোষ্ঠী মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নে প্রয়াস পান । সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়ন করাই যেন তাদের মূল লক্ষ্য । বিরোধী দল ও এলিট গোষ্ঠী সরকার কর্তৃক লব্ধ যে কোন পরিবর্তন বা উন্নয়নকে অনর্থক সমালোচনা করে বাঁধা প্রদান করতে চায়, ফলে এই জাতীয় ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার গড়ে উঠতে পারেনা ।

এ জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সুসংহত যোগাযোগের অভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহন কারী একক সমূহের মধ্যে প্রায়শই কোন রূপ একত্মতা পরিলক্ষিত হয় না । এখানে সর্বজন স্বীকৃত কোন রাজনৈতিক প্রনালী নেই । গ্রামীন রাজনীতিবিদরা শহুরে রাজনীতির প্রতি একেবারেই উদাসীন ও সম্পর্কহীন । ফলে গ্রামীন ও শহুরে রাজনীতির ধারাও ভিন্ন ।

তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ক্রিয়ার বৈধ উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে জনগনের মধ্যে ঐক্য মতের অভাব দেখা যায় । এই সংস্কৃতিতে কিছু লোক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ , অন্যদিকে গ্রামীন জনগন পাশ্চাত্য চেতনা ও সভ্যতার প্রতি উদাসীন । তারা তাদের নিজস্ব চেতনা ও ভাবাদর্শে পরিপুষ্ট ।

সংক্ষেপে বলা যায় যে ,

১। ক্যারিজমেটিক নেতৃত্ব তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি প্রধান দিক ।

২। এখানে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের একটি সাংঘাতিক প্রবনতা দেখা যায় ।

৩। এখানে অধিক মাত্রায় দলীয় কোন্দল বিদ্যমান ।

৪। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এখানকার মোটামুটি স্থায়ী ব্যাপার।

Dhaka University Institutional Repository

৫। এই সকল দেশে ঔপনিবেশিক শোষনের একটি অতীত ঐতিহ্য রয়ে গেছে, যার একটি নেতিবাচক প্রভাব এখনও রাজনীতিতে বিদ্যমান।এবং এখানে অসাংবিধানিক উপায়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের একটি প্রবনতা পরিলক্ষিত হয় ।

অনেকের মতে, তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোতে দুই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান -

1. Mass Culture .

2. Elite Culture.

আবার কারো মতে, এখানে অত্যন্ত নিম্ন মানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান ।

(vi) বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাধারন বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ । অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেরও একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতি আছে । যা এখানকার জনগনের আচার ব্যবহার, তাদের ধর্ম, বিশ্বাস, ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত ও সজ্জিত ।

বাংলাদেশের "রাজনৈতিক সংস্কৃতির" ধারনাটি আরো স্পষ্ট হবে যদি এর শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা যায় ।

প্রায় দুইশত বৎসরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন -শোষন থেকে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানী কাঠামোয় স্বাধীন হয়ে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশ ১৯৪৮সালেই তার অসাম্প্রদায়িক অস্তিত্বকে ঘোষনা করেছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীর মধ্যে দিয়ে । এ প্রক্রিয়া দ্রুত ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে রূপ পেয়ে এক নতুন জাতীয় আত্মপরিচয়ের প্রতীক আবিষ্কার করেছে ভাষার । পরবর্তীতে এই ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীককে সামনে রেখেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী কিছু সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য বিদ্যমান থাকলেও পরবর্তীতে অর্থ্যাৎ '৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নতুন মোড় নিতে শুরু করে । ভাষা প্রতীকের স্থলে ধর্মীয় প্রতীকের যাত্রা শুরু হয় এবং বিগত এরশাদ সরকারের শাসনামলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যদা দেয়ার ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পূর্নরূপে ধর্ম ভিত্তিক সংস্কৃতিতে পরিনত হয়েছে । ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির চরিত্র ও পাল্টে গেছে । অতএব দেখা যায় সময়ের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সংস্কৃতিও পরিবর্তীত হয় ।

বাংলাদেশের 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' কে আরো সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করার জন্য এদেশের শাসন ব্যবস্থার নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্য গুলো উল্লেখ করা যায়-

১। একাত্মতার অভাব ঃ জাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া তথা ঐক্যবদ্ধ সুষম এক রাজনৈতিক কৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তা হল নাগরিকদের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে এক রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠন করা । তার জন্য অনুভুমিক এবং স্তর ভিত্তিক উভয় পর্যায়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন । বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর অভাব পরিলক্ষিত হয় ।

২। জনসাধারনের স্বল্প ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সকল নীতি নির্ধারিত হয় সে ক্ষেত্রে জনসাধারনের ভূমিকা খুবই সামান্য। এ সমাজে জনসমষ্টি প্রধানত: রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যবস্ত, রাজনৈতিক কর্মকান্ডের নিয়ামক নয়। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জনসমষ্টির চিন্তা ভাবনা প্রতিফলিত হয় না ।

Dhaka University Institutional Repository

৩। **ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্ব**ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ক্যারিসমেটিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য পরিলক্ষিত হয় । প্রকৃতিগত ভাবেই বাংলাদেশী জনগনের আবেগ প্রবনতা ক্যারিসমেটিক নেতাদের প্রতি এক ধরনের মানসিক দুর্বলতা ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে । উদাহরন হিসাবে - বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা উল্লেখ করা যায়, তিনি ক্যারিসমেটিক নেতার পর্যায় উত্তীর্ন হয়েছিলেন যতটা তার নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব, ও সাংগঠনিক ক্ষমতার গুনে ঠিক ততটাই তার প্রতি এদেশের জনগনের আনুগত্য; ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের কারনে ।

৪। **ধর্মীয় প্রভাব** ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম একটি গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করে, তবে মধ্যপ্রাচ্যের মতো ততোটা নয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা নির্ধারিত হয় । তাই তাদের রাজনৈতিক কৃষ্টি ধর্মীয় বিশ্বাসও অনুভূতির বাইরে কিছু নয় ।

৫। **গ্রাম বিছিন্ন তথা শহর কেন্দ্রিক রাজনীতি** ঃ এদেশের রাজনীতি মূলত: শহর কেন্দ্রিক । দেশের শতকরা ৮৫-৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে কিন্তু তাদের সাথে জাতীয় রাজনীতির কোন সংশ্লিষ্টতা নেই । জাতীয় নির্বাচন কালীন সময়ে বিভিন্ন দলের নেতা কর্মীরা শুধু ভোটের জন্য গ্রামে যান । কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে গ্রামের সাথে তাদের আর কোন যোগাযোগ থাকেনা ।

৬। **অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দল** ঃএটা অনস্বীকার্য যে, গনতন্ত্রের বিকাশের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য । কিন্তু আমাদের দেশে এত বেশী সংখ্যক রাজনৈতিক দল গঠিত হচ্ছে যা গনতন্ত্রের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার পথে সহায়ক না হয়ে বরং বাঁধার সৃষ্টি করছে । কারন এ সকল রাজনৈতিক দলের কোন সুনির্দিষ্ট ও সুষ্ঠ নীতিমালা নেই এবং তাদের লক্ষ্যও জনকল্যান সাধন নয় বরং যে কোন উপায়ে ক্ষমতা কুক্ষি গত করা ও তা আকড়ে ধরা ।

৭। **দলীয় কোন্দল ও দলবদল** ঃ দলীয় কোন্দল ও দল বদল এদেশে রাজনৈতিক দল গুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাধারনত: জাতীয় নির্বাচন কালীন সময়ে এই প্রবনতা আরো বেশী লক্ষ্য করা যায় । এছাড়া একটি দলের মধ্যে একাধিক উপদল/ গ্রুপ পরিলক্ষিত হয় ।

৮। **উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব** ঃ নেতৃত্বের সংকট এই দেশের রাজনীতির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে নেতৃত্বের যেমন অভাব রয়েছে তেমনি দলের নেতাদের মধ্যে গনতান্ত্রিক আচরনের অভাব পরিলক্ষিত হয় । নেতারা তাদের খেয়াল খুশি মত যে কোন সিদ্ধান্ত নেন এবং তা দলীয় কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেন। গত ১৪ই জানুয়ারী '৯৯ দৈনিক ভোরের কাগজে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য মেজর মো: আখতারুজ্জামান (অব:) 'মাননীয়া দেশনেত্রী সমীপেঃ সংসদ বর্জনের প্রতিক্রিয়া শীর্ষক' যে কলামটি লিখেছেন তাতে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় নেতা - নেত্রীদের সব সিদ্ধান্তই দলের জন্য দলীয় কর্মীদের জন্য কল্যাণকর এবং সঠিক নাও হতে পারে । এ ছাড়া রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে জনকল্যানের চেয়ে দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষনে অধিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

৯। **সহনশীলতার অভাব** ঃ আমাদের দেশের জনগনের মধ্যে, দলীয় নেতা কর্মীদের মধ্যে সহনশীলতার অভাব খুব বেশী । অন্যের

Dhaka University Institutional Repository

মতামত অন্যের কার্যাবলী, সিদ্ধান্ত সমর্থন করার মত, মেনে নেয়ার মত অভ্যাস আমাদের নেই । যদিও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দল অপরিহার্য এবং অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের বিরোধী দল গুলোর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করা ।

১০। নারী সমাজের পশ্চাৎপদতা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা খুবই নগন্য। বিশেষ করে গ্রামীন নারী সমাজ জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে খুবই অজ্ঞ। তারা বড় জোড় ভোট প্রদান করে। কিন্তু তাদের প্রার্থী বা দল পছন্দের বিষয়টি ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের স্বামী পরিবার প্রধান বা অন্য কারো দ্বারা নির্ধারিত হয় ।

১১। অস্থিতিশীলতা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অস্থিতিশীলতা । হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার যা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ।

১২। নেতিবাচক রাজনীতিঃ বাংলাদেশের রাজনীতি নেতিবাচক। এখানে সাংবিধানিক উপায়ে জাতীয় সমস্যার সমাধান না করে প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে তা করা হয়। এবং মুখে যা বলা হয় কাজে তা করা হয় না ।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ আরেকটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য । ১৯৭৫ -৯০ পর্যন্ত সামরিক শাসনের ফলে এখানে গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা ব্যাহত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

এ দেশের রাজনীতিতে আদর্শগত ঐক্যমতের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন দল, বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করে ; যেমন, গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ , ধর্মনিপেক্ষতা, ইসলামী সমাজতন্ত্র ইত্যাদি; ফলে সংঘাত হয় অনিবার্য ।

দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অস্ত্র, সন্ত্রাস এদেশের রাজনীতিতে সিন্দাবাদের ভুতের মত চেপে বসেছে । যে যখন যেভাবে সুযোগ পাচ্ছে দেশ সেবার নামে নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে ।

অস্ত্রবাজী, সন্ত্রাসতো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই এর নমুনা দেখা যায় । আর কোন নির্বাচন কালীন সময়ে (জাতীয় নির্বাচন, স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন) এর নগ্ন রূপ আরো স্পষ্ট হয়।

৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১ এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম পরবর্তীতে ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এদেশের ছাত্র সমাজের যে মহান ভূমিকা ছিল অস্ত্র ও সন্ত্রাসের কারনে আজ তা অনেকটা ক্ষুন্ন । বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সাম্প্রতিক অবস্থা তাই প্রমান করে। এছাড়া সারা বিশ্ব আজ যখন তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় মগ্ন, আমরা তখন 'বাঙ্গালী ' না 'বাংলাদেশী' এই বির্তকে লিপ্ত ।

ফলে এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সু- স্পষ্ট ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না । বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সংকীর্ন, অধীন, বিখন্ডিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনেক উপাদান বিদ্যমান । তাই একে "*মিশ্ররাজনৈতিক সংস্কৃতি*"ই বলা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

১.খ. গবেষনার পরিধিঃ

আলোচ্য গবেষনার বিষয়টিতে যে সব গুরুত্বপূর্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই ভূমিকা, উদ্দেশ্য, ও তথ্য সংগ্রহের কৌশল সম্পর্কে কিছুটা ধারনা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের রাজনীতির ঐতিহাসিকপটভূমি, স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, বাংলাদেশের সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সংসদীয় গনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

১.গ. গবেষনার উদ্দেশ্যঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমি অনেক দিন যাবৎ এই বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি এবং আমি দেখেছি যে, এ ক্ষেত্রটিতে তেমন একটা কাজ হয়নি।

অথচ আমাদের এই চলমান রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আচরন সম্পর্কে আগে জানতে হবে।

বাংলাদেশ "তৃতীয় বিশ্বের" একটি দরিদ্রতম দেশ। ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষা এখানে এতটাই প্রকট যে, এখানে কোন সুস্থ ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা হয় নি। রাজনৈতিক নেতারা সুস্থ ও গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক আচরন প্রদর্শন করেন না। তাই তো এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন আজ বিপর্যস্ত। আর এরই কারন অনুসন্ধানের জন্য আমাদের প্রয়োজন এ সম্পর্কে সঠিক গবেষনার।

Dhaka University Institutional Repository

১.ঘ. গবেষণা পদ্ধতি ঃ

i) **উত্তরদাতাদের প্রকৃতিঃ-** গবেষনা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যে তথ্যের প্রয়োজন তা দুটি উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে-

প্রথমতঃ প্রাথমিক উৎস। যা প্রশ্ন পত্র প্রনয়ন ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেনীর ৫০ জন পুরুষ ও মহিলাকে পছন্দ মত বেছে নেয়া হয়েছে। উত্তর দাতাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন ১০ জন বুদ্ধিজীবী, ১০ জন চাকুরীজীবী, ৫ জন সাংবাদিক, ৫ জন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি,১০ জন রাজনৈতিক নেতা কর্মী। ঢাকা শহর এবং টাংগাইল জেলার মির্জাপুর ও বাসাইল থানা থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৯ জন ছিলেন পুরুষ এবং ২১ জন মহিলা।

সারনী - ১ উত্তরদাতাদের বন্টন ও প্রকৃতিঃ

উত্তরদাতার প্রকৃতি	উত্তরদাতার অবস্থান ও সংখ্যা		মোট সংখ্যা	মোটের উপর শতকরা হার
	ঢাকা শহর সংখ্যা(%)	মির্জাপুর ও বাসাইল সংখ্যা(%)		
বুদ্ধিজীবী	১০ (২০%)	---(-)	১০	২০%
চাকুরীজীবী	৫(১০%)	০৫(১০%)	১০	২০%
সাংবাদিক	৫(১০%)	-(-)	০৫	২০%
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি	---(----)	০৫(১০%)	০৫	২০%
কৃষক ও দিন মজুর	৫(১০%)	০৫(১০%)	১০	২০%
রাজনৈতিক নেতা কর্মী	৫(১০%)	০৫(১০%)	১০	২০%
মোট	৩০(৬০%)	২০ (৪০%)	৫০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি সম্পর্কে জনগনের কি আচরন এবং ধারনা সে চিত্রকে তুলে ধরার জন্য ঢাকা শহর এবং টাংগাইল জেলার মির্জাপুর ও বাসাইল থানাকে বেছে নেয়া হয়েছে। একই সাথে মির্জাপুর ও বাসাইল থানা এবং ঢাকা শহরের উত্তরদাতাগন সমগ্র বাংলাদশের প্রতিনিধিত্ব করবে সেটাও গবেষক হিসেবে আমি দাবী করি না। তবে একজন মহিলা হিসেবে বিভিন্ন সমস্যার কারনে এই পরিসীমার মধ্যে আমাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। অবশ্য প্রাইমারী তথ্য সীমিত পর্যায়ে সংগ্রহ করা হলে ও সেকেন্ডারী তথ্যের ব্যাপক ব্যবহার ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ii) প্রশ্ন পত্রের ধরন ঃ

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে. যার মাধ্যমে উত্তরদাতা গন সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন. এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তাদের মনোভাব ও আচরন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

iii) তথ্য সংগ্রহঃ

সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভূলতা নিশ্চিত করার জন্য গবেষক নিজেই তথ্য সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন।

iv) তথ্য বিশ্লেষনঃ

বর্তমান গবেষনা কর্মটি বর্ননা মূলক। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য সমূহ বিশ্লেষন পূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বর্ননা করা হয়েছে। আর সেকেন্ডারী তথ্যসমূহ গবেষনার বক্তব্যকে জোড়ালো করার জন্য এবং বক্তব্যের সমর্থনে ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন মত ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬. অভিসন্দর্ভ বিন্যাসঃ

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঃ

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা ও গবেষনার পরিধি, গবেষনার উদ্দেশ্য এবং গবেষনার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভূমিকাতে রয়েছেঃ

i) সংস্কৃতির সাধারন অর্থ।

ii) রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

iii) রাজনৈতিক সংস্কৃতির কয়েকটি সংগা।

iv) রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেনীবিভাগ।

v) তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

vi) বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাধারন বৈশিষ্ট্য সমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষন করা হয়েছে।

ক) স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতি: সময়কাল (১৯৭১-৭৫)

খ) সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি: সময়কাল (১৯৭৫-৯০)

গ) সংসদীয় গনতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি: সময়কাল (১৯৯১-৯৯)

চতুর্থ অধ্যায়ে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষন ও আলোচনা করা হয়েছে।

এবং সর্বশেষে-

পঞ্চম অধ্যায়ে সারাংশ ও উপসংহার উপস্থাপনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। মোকাররম হোসেন, *সমাজ ও সমাজ তত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ-১১৯।

২। গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা -১৯৭৪, পৃ-৩

৩। Talukdar Maniruzzaman, *The politics of Development, The case of Pakistan , 1947-1958*, Green book house limited, Dhaka, 1971, P - 5

৪। Gabrial Almond and G. Bingham Powell, Jr, *Comparative politics, A Developmental approach* , Boston: Littlelbrown & Co. 1906. PP. 32 -33

৫। Sidney Verba, *Comparative political Culture*, In Lucian Pye and Sidney Verba, eds. *Political Culture and Political Development*, Princeton: Princeton Unversity Press, 1665, P. 5013

৬। Lucian Pye, *Political Culture* In the International Encyclopaedia of the Social Science, 1968, Vol. 12, pp-218.

৭। Roy C. Macridies, *Contemporary Political Ideologies*, Waltham, Mass, 1979, P. 3

৮। Mehran Kamrava, "Political Culture & a New Definition of the Third World", *Third World Quarterly*, U.K. ,Vol.- 16/ No.- 4, 1995.

৯। Gabrial Almond & Sidney Verba, *The Civic Culture*, Princeton : Princeton University Press, 1963, P. - 15.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ≈ দুই

বাংলাদেশের রাজনীতির '৭১ পূর্বাবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হলে এর ঐতিহাসিক পটভূমি অর্থ্যাৎ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আমাদের আগে জানতে হবে।

প্রায় দুইশত বৎসরের বৃটিশ ঔপনিবেশক শাসন শোষনের পরে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম রাষ্ট্ররূপে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আত্ম প্রকাশ ঘটে।[১]

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি বিতর্ক আছে। অনেক অত্যুৎসাহী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক মনে করেন যে, পাকিস্তানের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত । তাদের মতে, পাকিস্তানের উৎপত্তি সন্ধান করতে প্রাচীনতম ভূ-তাত্ত্বিক যুগে গমন না করলেও অন্তত; সিন্ধু সভ্যতা অব্দি পেছনে যেতে হবে । তবে নমনীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগন মনে করেন যে, পাকিস্তানের উৎস হচ্ছে আট শতকে পশ্চিম পাকিস্তানে আরবদের উপস্থিতি।

সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আরবরা এদেশে এসে ইসলাম প্রবর্তন না করলে পাকিস্তান রাষ্ট্র হত না- এই তাদের যুক্তি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শেকড়ের গভীরতা সম্পর্কে তারা দ্বি-মত পোষন করলেও একটি ব্যাপারে সম্পূর্ন একমত যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ছিল অবশ্যম্ভাবী।[২]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ রাজ যতোই ভুল-ভ্রান্তি বা বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিক না কেন পাকিস্তানের উদ্ভব ছিল অপ্রতিরোধ্য।

এসম্পর্কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের অভিমত হচ্ছে পকিস্তান সৃষ্টি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি বড় ধ্বংস এবং এই ধ্বংস ঠেকানো যেতো যদি রাজনীতিকগন প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে এটা না করে ঐটা করতেন । তবে সত্যি কথা হল অতীত কখনো পাল্টানো যায় না,

Dhaka University Institutional Repository

তার শুধু ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করা যায় অতীতের ঘটনা সর্বাংশে সত্য । এটা না করে ঐটা করলে এই ঘটনা ঘটতো না এ ধরনের মনোভঙ্গি ইতিহাসের দৃষ্টি কোন থেকে নেতিবচক ।[৩]

তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে পাকিস্তান বা মুসলিম জাতীয়তাবাদের পথ ধরে । এজন্য অনেকে মনে করেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা না হলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হত না । কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ এভাবে বিশ্লেষন করা খুবই অবৈজ্ঞানিক ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে উপনিবেশ সমূহে স্বাধীনতা লাভের আকাংখা তীব্র হয়ে উঠলে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: এটলী তার বিখ্যাত ফেব্রুয়ারী ঘোষনায় বৃটেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত হতে হাত গুটাতে চায় বলে উল্লেখ করেন । [৪]

সেই ঘোষনার প্রেক্ষিতেই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তৎকালীন পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করে ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে বাংলাদেশের জনগন আশা করেছিল - পাকিস্তানে তাদের আশা আকাংখা পূর্ন হবে এবং সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নেমে আসবে সার্থকতার উজ্জল আলোক । কিন্ত বিভিন্ন জটীলতার কারনে তাসম্ভব হয়নি ।

নিম্নে এই কারন গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হল:-

পাকিস্তানের মৌলিক সমস্যা:-

পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই ছিল নানা জটিলতর সমস্যায় জর্জরিত এবং দুর্ভাগ্য এই যে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরের মধ্যেও কোন একটি সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান সম্ভব হয়নি ।

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শগত:- পাকিস্তানের যাত্রাই শুরু হয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান নিয়ে। ভাষায় - সাহিত্যে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আহারে, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে, শিল্প-ঐতিহ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসিদের মধ্যে মিল ছিল খুবই কম।

উভয়ের মধ্যে মিলনের একমাত্র সেতু ছিল ধর্ম - ইসলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকলেই মুসলমান এবং পূর্ব- বাংলার শতকরা ৮০ জন ব্যক্তিই ইসলাম ধর্মাবলম্বী । এ ছাড়া উভয় অংশের মধ্যে বিভদের আরো যে কারনটি ছিল তা হল- উভয় অংশের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় এক হাজার মাইল।

পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে মিলনের একমাত্র সেতু ধর্ম হলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংকীর্ন দৃষ্টি ভঙ্গির ফলে এই ঐক্যবোধ কোন ক্রমেই সুদৃঢ় হতে পারেনি । কারন -

১। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সকল সময় মনে করেছে, বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দু বাংলার সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট, হিন্দু রবীন্দ্রনাথের ভক্তএবং মুসলমানদের ভাষা উর্দু, অপেক্ষা বাংলাভাষার প্রতি সর্বাধিক অনুরক্ত ।

শুরু থেকেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি তারা ছিল হুমকী স্বরূপ। তাইতো ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ নিজেই ঘোষনা করেন - উর্দু, এক মাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা;[৫] যদিও এটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কোন ক্রমেই যুক্তি যুক্ত ছিল না । কেননা সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৮ জন লোক উর্দু ভাষায় কথা বলে, অথচ বাংলাভাষী ছিল শতকরা ৫৬ জন । অবশেষে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের তীব্রতায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হতচকিত হয়ে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । কার্যত: দেখা যায়, ১৯৪৮ ও ১৯৫২

Dhaka University Institutional Repository

সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃবর্গই কালক্রমে ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব দান করে।

বঙ্গালীরা "পুরোপুরি মুসলমান নয়" এই মনোভাবের কারনে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শে বাঙ্গালীরা কোনদিন একত্বতা অনুভব করেনি। ২৩ বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালীরা কোন দিন "প্রকৃত বাঙ্গালী" হয়ে প্রকৃত পাকিস্তানী হওয়ার সুযোগ লাভ করে নাই । এমনকি ১৯৭১ সালের সংগ্রামী দিন গুলিতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের মুসলমানদের হত্যা করে 'বিধর্মী' হত্যার অপার আনন্দ অনুভব করেছিল।[৬]

রাজনৈতিক কারনঃ দ্বিতীয় মৌলিক কারনটি হচ্ছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবাস্তব পরিকল্পনা-পাকিস্তানের এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ও কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার দৃঢ় সংকল্প। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী প্রথম হতেই চেষ্টা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে; প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রের অধীনে সংন্যস্ত করতে এবং কেন্দ্রে একপ্রকার একনায়ক সুলভ শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করতে । ইহা একদিকে যেমন ছিল ইতিহাসের গতিধারা বিরোধী, অন্যদিকে ভৌগোলিক অবস্থানের সঠিক অনুধাবন হীনতা।

১৯৪৭সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন লিয়াকত আলী খান।মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একাধারে ছিলেন গভর্নর জেনারেল, মুসলিম লীগের সভাপতি, জাতির পিতা , সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা কায়েদে আযম । ফলে তার ব্যক্তিত্বে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার সমাবেশ ঘটে। ফলে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা তার নিকট নিষ্প্রভ হয়ে উঠে । এর পরে লিয়াকত আলী খানের

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর পরে গভর্নর জেনারেল হন - গোলাম মোহাম্মদ । তিনি ছিলেন একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা । তিনি ছিলেন উচ্চাকাংখী, ক্ষমতা লিপসু এবং ষড়যন্ত্র প্রিয় এবং তারই আমলে পাকিস্তানে 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্র' শুরু হয় এবং সীমিত রাজনীতির পথ প্রশস্ত হয় । আইন পরিষদে প্রধান মন্ত্রীর সমর্থকদের সংখ্যা গরিষ্ঠাতা থাকা সত্বেও তিনি খাজা নাজিমুদ্দীনকে পদচ্যুত করেন । এভাবে ১৯৫৪ এর যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকেও কার্যকরী করতে দেয়া হয়নি।

অবশ্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রাধান্যের ও জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা হ্রাসের সূচনা হয় স্বয়ং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আমলেই । তিনি গভর্নর জেনারেল হয়েও মন্ত্রী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন এবং বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ন বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করতেন। বিভাগীয় সচিবগন, বিভাগীয় মন্ত্রীদের পাশ কাটিয়ে স্বয়ং গভর্নর জেনারেলের সাথে সংযোগস্থাপন করতে পারতেন। এর ফলে মন্ত্রী পরিষদের প্রাধান্যই হ্রাস পায় এবং সরকারী কর্মকর্তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর পরোক্ষ ফল বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠে এবং ভবিষ্যৎ সংকটের বীজ এখানেই উপ্ত হয় । ভৌগোলিক কারনে পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের এবং যে ব্যবস্থায় প্রদেশ গুলি নিজস্ব এলাকায় স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারত। কিন্তু পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে সেটা সম্ভব হয়নি। অথচ যুক্তফ্রন্ট যে ২১দফা কর্মসূচী প্রনয়ন করে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দাবী ছিল - শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের দাবী , স্বায়ত্ব শাসনের দাবী, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হ্রাসের দাবী।

এভাবে, শক্তিশালী কেন্দ্র প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার দাবীর অস্বীকৃতি , বিশেষ করে শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের যোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিত্বদানে অস্বীকৃতি এবং সর্বোপরি দেশে রাজনৈতিক কর্মধারাকে জোড় করে স্তব্ধ করার মানসিকতা-সবকিছু মিলিয়ে পাকিস্তানকে সংকটের দিকে টেনে নিয়েছে।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ তৎকালীন পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে - পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ছিল পর্বত প্রমান বৈষম্য ও পূর্ব বাংলার অসহনীয় বঞ্চনা । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষায় "আসলে পাকিস্তানের ২৩ বৎসরের ইতিহাস বাঙ্গালীদের জন্য ব'ঞ্চনার সুদীর্ঘ ইতিহাস"। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, যা ছিল পুর্ব বাংলা থেকে প্রায় ১ হাজার মাইল দূরে এবং কেন্দ্রিয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী কর্মকর্তাদের বেশীর ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী হওয়ার ফলে ব্যবসা বানিজ্য, ভাষা, আঞ্চলিকতা, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার অধিকাংশই লাভ করে পশ্চিম পাকিস্তানীরা।

সরকারের শিল্পনীতির কারণে শিল্প ও বানিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সুযোগ ছিল সীমিত। পাপানেকের মতে, পূর্ব বাংলায় শিল্প বানিজ্যের তেমন সুযোগ না থাকলেও কৃষি ক্ষেত্রে ইহার ছিল প্রচুর সম্ভাবনা এবং পানি সেচ ব্যবস্থায় বিস্তৃত ও ব্যয় বহুল পরিকল্পনা ছাড়াও এখানে সাধারনভাবে পানি সরবারাহ করে উৎপাদনের পরিমান দ্বিগুন বা তিনগুন করা যেতে পারত। কিন্তু সরকারের উদাসীনতার জন্যই তা সম্ভব হয় নি। তার মতে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদিতে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু মাত্র ১০ বৎসরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠে উন্নতর পরিবহন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান কিন্তু পূর্ব বাংলা রয়ে গেল অনুন্নত কৃষি প্রধান এলাকা। উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য আরো বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

পায় সরকারের বিনিয়োগ নীতির ফলে ১৯৫৫ সাল হতে ১৯৭০ সালের মধ্যে যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহিত হয়, তার ফলে এই ব্যবধান আরো বৃদ্ধি পায়।

এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৯৫০শের প্রথম দিক হতেই। কিন্তু এ বৈষম্য দুর করার কোন বাস্তব পন্থা কোন দিনই গৃহীত হয় নি। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মাহবুব-উল-হকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-তিনি বলেন, "পাকিস্তানের মত উন্নত কামী দেশের পক্ষে কল্যানকর দেশের আদর্শ গ্রহন করার বিলাসিতা সাজেনা । এখানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে অধিক উৎপাদন,তা যতই বৈষম্য সৃষ্টি করুক না কেন।" (মাহবুব -উল -হক, পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ)

আর এই সকল বৈষম্যের ফল স্বরূপ এসেছে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামীলীগের ছয় দফা দাবী । বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও পুর্ববাংলা একই ভাবে বঞ্চিত হয়ে এসেছে । পাকিস্তান যে পরিমান বৈদেশিক সাহায্য লাভ করেছে, তার দুই -তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং এক -তৃতীয়াংশ পূর্ব বাংলায় ।

পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় বাঙ্গালীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগন্য। ১৯৫৫ সালের পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব পশ্চিমের প্রতিনিধিত্বের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাই.- "সেক্রেটারী পদে পুর্ব পাকিস্তানে যেখানে কোন সদস্যই ছিল না সেখানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিল ১৯ জন সেক্রিটারী। জয়েন্টসেক্রিটারী পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল ৩জন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিল ৩৮ জন, ডিপুটি সেক্রিটারী পদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল ১০ জন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিল ১২৩ জন।"[৭]

Dhaka University Institutional Repository

"তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান অর্থনীতিবিদ মাহবুব -উল- হক প্রদত্ত এক রিপোর্টে জানা যায়, সমগ্র পাকিস্তানের ব্যাংক সেক্টরের শতকরা ৮০ভাগ, বিমাসেক্টরের শতকরা ৭০ ভাগ এবং শিল্পসেক্টরের শতকরা ৬৬ ভাগ নিয়ন্ত্রন করতো পশ্চিম পাকিস্তানের ২২ পরিবার ।"[৮]

আর এই বৈষম্য আইয়ুবী আমলে আরো তীব্র আকার ধারন করে। আইয়ুব খানের কুখ্যাত উন্নয়ন দশকে (১৯৫৮-৬৮) পশ্চিম পাকিস্তানের জিডিপি পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় শতকরা ৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় । মাথা পিছু আয়ের পরিমান বৃদ্ধি পায় শতকরা ৬২ ভাগ এবং পুর্ববাংলার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পায় শতকরা ১২৬ ভাগ ।

এছাড়া ১৯৪৭-৪৮সাল হতে ১৯৬৮-৬৯সাল নাগাদ সামরিক ও বেসামরিক খাতে পাকিস্তানের মোট ব্যয়ের পরিমান ছিল ৩১৬৯ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে বাঙ্গালীদের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র ৪২৪ কোট টাকা। আর এই পর্বত প্রমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের বিক্ষুব্ধ হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল । অর্থ্যাৎ কি আদর্শগত, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শের মূল প্রবাহে বাঙ্গালীরা সংযোজিত হয়নি, হতে পারেনি, তাদের সাথে একত্মতা অনুভব করতে পারেনি । যার ফল স্বরূপ পৃথিবীর মান চিত্রে 'বাংলাদেশ ' নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে ।অধ্যাপক, এম সাইফুল্লাহ ভুঁইয়ার মতে, "পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই ছিল সামরিক সংস্কৃতি" ।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের আড়াই যুগের প্রভূত্বের অবসান ঘটিয়ে একটি পৃথক জাতি সত্ত্বার অস্তিত্ব ঘোষনার মাধ্যমে । একটি রাজনৈতিক চরিত্র অর্জনকারী সম্প্রদায়, জাতি তত্ত্বের বিচারে একটি জাতি সত্ত্বারই নামান্তর। কোন

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর জনসমষ্টির একটি অংশ এমন জাতীয়তা অর্জন করতে পারে তা হচ্ছে একটি বহু মাত্রিক প্রপঞ্চ। কোন সম্প্রদায় রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে তার গর্ভে নিহিত কিছু পর্যায় অতিক্রম করার মধ্যে দিয়ে। [৯]

পর্যায়গুলো নিম্নরূপ ঃ

১. জাতি সচেতনতা।

২. জাতি তাত্ত্বিক মূল্যায়ন।

৩. জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত এবং বাস্তবে বিদ্যমান বৈষম্য ও দুঃখ - দুর্দশা দুর করে সাম্য , সু সম্পর্ক ও সু বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি।

৪.পৃথক প্রদেশ, এলাকা, রাষ্ট্র অথবা অধিপত্যকারী এলিট ক্ষমতার বৃহত্তর অংশ দাবী।

৫. তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের দাবী আদায়ের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকী এবং

৬. যখন রাজনৈতিক চরিত্র অর্জনকারী সম্প্রদায় বৃহত্তর রাজনৈতিক সম্প্রদায় বৈধ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং একটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্যে অথবা আরেকটি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্যে সংগ্রামে নিয়োজিত হয়। তখন কার্যত: বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

তবে এই ছয়টি পর্যায়ের ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন বাধ্য বাধকতা নেই। ভিন্ন সম্প্রদায়ের পর্যায়গুলির ধারাবাহিকতায় ভিন্নতা আসতে পারে।

পর্যায় ঃ এক: সচেতনতা ঃ

বাংলার মুসলমান এলিটগন একদিন যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করার স্বপ্ন দেখেছিল ১৯৪৭ পরবর্তীকালে তা বিরাট প্রহসনে

Dhaka University Institutional Repository

পরিনত হয়। পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দুরা চলে যাবার পরে এখানকার প্রশাসনিক পদগুলো এক'চেটিয়াভাবে দখল করে পাঞ্জাবী এবং ভারতের যুক্ত প্রদেশের ও অন্যান্য এলাকা থেকে আগত উর্দূভাষী মুসলিম এলিটগন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাঙ্গালীদের কোন অংশগ্রহনই ছিল না। এমনকি ৫৬% লোকের ভাষা বাংলা হওয়ার পরেও উর্দূকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষনা দেওয়া হয়। ফলে বাঙ্গালীরা আস্তে আস্তে তাদের অধিকারের প্রতি সচেতন হতে থাকে।

পর্যায় ঃ দুই: মূল্যায়ন ঃ

বাঙ্গালী জাতি সত্ত্বার দ্বিতীয় স্ফুরন ঘটে রাষ্ট্র ভাষাকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী সংখ্যালঘু এলিট শ্রেনীর ভাষা উর্দূকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা করার যে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় বাঙ্গালীরা তা যে কোন মুল্যে প্রতিহত করে। যা ভাষা আন্দোলন নামে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সোপানে রূপ লাভ করে। বদরুদ্দীন উমর এ আন্দোলনকে "বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘরে ফেরার পালা" বলে মনে করেন ।[১০]

কিন্তু এ পুরোপুরি ঘরে ফেরা নয়, ঘরে ফেরার আয়োজন মাত্র, ঘরে ফেরা সম্পন্ন হয় একাত্তরে।

পর্যায় ঃ তিন: সাম্যের দাবী ঃ

প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায় দুটি '৫৪' সালের মার্চ অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সঙ্গে একটি আবহের সৃষ্টি করে এবং দেশে যে ঘটনা আসন্ন তার পটভূমি তৈরী করে। পরবর্তীতে আওয়ামীলীগ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দল একত্রিত হয়ে মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে একটি যুক্ত ফ্রন্ট একুশ দফা কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ন হয়। এই একুশ দফার একটি

Dhaka University Institutional Repository

দফায় পুর্ববাংলার জন্য পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন দাবী এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গ্রহনের দাবী পুনর্ব্যক্ত করা হয়। [১১]

এই একুশ দফা দাবীর প্রতি বাংলার জনগনের কি পরিমান সমর্থন গড়ে উঠে ছিল নির্বাচনের ফলাফলে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, যুক্তফ্রন্টের ৩০৯ টি আসনের মধ্যে মুসলীমলীগ লাভ করে ৯ টি আসন এবং যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩ টি আসন। ফলাফল অনুসারে ফজলুল হক পূর্ববাংলার মূখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যে ফজলুল হক মন্ত্রী সভাকে অন্যায় ভাবে উৎখাত করে পূর্ব বাংলায় গভর্ণরের শাসন আরোপ করা হয়।

পর্যায় ঃ চার: পৃথক প্রদেশ দাবী ঃ

পঞ্চাশের দশকের মধ্য ভাগ থেকে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে যে সকল ঘটনা প্রবাহ সংগঠিত হয় তারই প্রেক্ষিতে আওয়ামীলীগ বাঙ্গালী জনগনের বাঁচার দাবী, প্রানের দাবী হিসেবে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষনা করেন। এই ছয় দফার প্রধান দফাটিই ছিল পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গঠন এবং পুর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন।

পর্যায় ঃ পাঁচ: স্বায়ত্ব শাসনের পথে ঃ

ছয় দফার উপর ভিত্তি করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙ্গালী জনগন আওয়ামীলীগকে ব্যাপক সমর্থন দান করে। ফলে নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ পায় ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

২৮২টি আসন লাভ করে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে।

এই নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে দিয়ে ছয় দফার অন্যতম প্রধান দফা পূর্ববাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন দাবী আরো জোড়দার হয়।

পর্যায় ঃ ছয়: প্রকৃত বিচ্ছিন্নতা ঃ

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে "শেখ মুজিব" পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার কথা থাকলেও পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিলম্ব ও কঠতার আশ্রয় নেয়। ফলে বাঙ্গালী জনগন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং ৭ই মার্চ '৭১' রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ঘোষনার মাধ্যমে ছয় দফার স্বায়ত্ব শাসন দাবী এক দফার স্বাধীনতার দাবীতে পরিনত হয়।[১২] অত:পর দীর্ঘ নয় মাসে মুক্তি যুদ্ধের পরে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও অগনিত মা -বোনদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এক সাগর রক্তের পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম প্রতিষ্ঠা করে।

এভাবে ছয়টি পর্যায় অতিক্রম করে বাঙ্গালী জাতি তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। এমাজ উদ্দিন আহমদ."পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যার সূচনাঃ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের কারন", *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯২,পৃঃ১০৫।

২। সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস, রাজনৈতিক, প্রথম খন্ড*,১৭০৪-১৯৭১- এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃঃ২৬।

৩। পূর্বোক্ত

৪। হারুন-অর-রশিদ, অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ,প্রাগুক্ত, পৃঃ৪০৯।

৫ ।Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnahs speeches as Governor General, Pakistan Publication, Karachi, P-89.

৬। এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৮৪।

৭। Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, Dhaka, Oxford University Press, 1973, P-26.

৮। রইস উদ্দিন আরিফ, *চির দুর্ভাগা আমার পূর্ববাংলা*, অপ্রকাশিত, আগষ্ট-১৯৯১।

৯। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "Ethnicity and Security of Bangladesh", ১৯৯২ সালে BIISS কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

১০। বদরুদ্দীন উমর, *সাম্প্রদায়িকতা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা - ১৯৬৯, পৃঃ৮।

১১। এক্রুশ দফা, Moudud Ahmed, Bangladesh, P: 32-33

১২। আজিজুর রহমান মল্লিক, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি" প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৫২

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ≈ তিন

বাংলাদেশের রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার্থে এই পর্যায় গুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

ক) স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সময়কালঃ ১৯৭১-৭৫।

খ) বাংলাদেশের সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সময়কালঃ ১৯৭৫-৯০।

গ) সংসদীয় গনতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সময়কালঃ ১৯৯১-৯৯।

স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতি আলোচনায় নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের শাসন ব্যবস্থা,সংবিধান থেকে একদলীয় বাকশাল, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা এবং '৭৫ এর পট পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পরে '৭৫-'৯০ এর সামরিক শাসন ও '৯০ এর গনঅভ্যুত্থান। '৯১এর সংসদ নির্বাচন, সংসদীয় গনতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন থেকে বর্তমান '৯৯ পর্যন্ত রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক আচরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.ক. স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতি,

সময়কাল ঃ (১৯৭১-৭৫)

অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুর হাত থেকে তার কাংখিত বিজয় অর্জন করে এবং বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

এখানে Rupert Emerson প্রদত্ত একটি তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যায়। তার তত্ত্বটি হল- "ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীনতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত দেশ গুলির প্রায় সকলেই প্রতিনিধিত্ব মূলক গনতন্ত্র অনুশীলনের প্রয়াস নেয়। কিন্তু শীঘ্রই এই প্রতিনিধিত্ব মূলক গনতন্ত্র তাদের অধিকাংশের প্রয়োজন ও স্বার্থের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত হয়ে উঠে। তারা (নতুন স্বাধীন দেশ গুলি) পথ হারিয়ে ফেলে এবং কর্তৃত্ববাদী সরকারে ফিরে যায়।"[১]

বাংলাদেশর ক্ষেত্রেও Rupert Emerson এর এই তত্ত্বটির সঠিক বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়।

"১৯৭১সালের ১৬ই ডিসেম্বর-বাংলাদেশ জন্ম লাভের পর ১৯৭২এর সাময়িক সংবিধান আদেশে (Provisional Constitution order 1972) সংসদীয় গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগনের অনুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়ে ১৯৭২ সালে সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমে জবাবদিহি মূলক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৩ এর নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগন সংসদীয় গনতন্ত্রের প্রতি তাদের আস্থা পুর্ণব্যক্ত করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের নির্বাচন ছিল ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংসদীয় গনতন্ত্রের পক্ষে এক ধরনের গনভোট ।"[২]

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দলের ৯৫৮ জন এবং ১২০জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ সর্বমোট ১,৭৮০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোটামুটি শান্তি পূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে কোথাও কোথাও কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করে বিরোধী দল। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ২৮২ টি আসন লাভ করে। এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, সোহরাব হোসেন, জিল্লুর রহমান, শ্রী-মনোরঞ্জন ধর, কে, এম ওবায়দুর রহমান, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ। জাতীয় সংসদের

Dhaka University Institutional Repository

৩০০টি আসন ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৫টি আসন সহ আওয়ামীলীগ লাভ করে সর্বমোট ২৯৩টি + ১৫টি আসন।

এ দিকে ৩'শ আসনের অপর ৭টি আসন লাভ করে জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, জাসদের আবদুস সাত্তার, এবং ৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। নিম্নে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৭৩' এর নির্বাচনের বিবরনী তুলে ধরা হল-

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত সর্বমোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	২৮৯	১,৩৭,৯৩৭১৭	৭৩.১৬%	২৮২
২	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	২২৪	১৫,৬৯,২৯৯	৮.৩২%	-
৩	ন্যা: আ: পা: (ভাসানী)	১৬৯	১০,০২,৭৭১	৫.৩২%	-
৪	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৭	১২,২৯,১১০	৬.৫২%	১
৫	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৪	৪৭,২১১	০.২৫%	-
৬	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিন পন্থী)	২	১৮,৬১৯	০.১০%	-
৭	বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি	৩	১১,৯১১	০.০৬%	-
৮	বাংলাদেশ জাতীয়লীগ	৮	৬২,৩৫৪	০.৩৩%	১

Dhaka University Institutional Repository

৯	বাংলা জাতীয়লীগ	১১	৫৩,০৯৭	০.২৮%	-
১০	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	৩৮,৪২১	০.০২০%	-
১১	বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	৩	১৭,২৭১	০.০৯%	-
১২	জাতীয় গনতন্ত্রী দল	১	১,৮১৮	০.০৪%	-
১৩	বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন	১	৭,৫৬৪	০.০৪%	-
১৪	বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস	৩	৩,৭৬১	০.০২%	-
১৫	স্বতন্ত্র	১২০	৯,৮৯,৮৮৪	৫.২৫%	৫

বি:দ্র: এ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত ১১ জন প্রার্থী ১১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন -

১। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ২৯৩+১৫=৩০৮টি আসন।

২। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১টি আসন।

৩। বাংলাদেশ জাতীয়লীগ ১টি আসন।

৪। স্বতন্ত্র ৫টি আসন।

মোট আসন সংখ্যা ৩০০+১৫=৩১৫টি।

সূত্রঃ [মোস্তফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ২৫ বছর, পৃ:২১.২২]

নির্বাচন কমিশন সূত্র মতে, এই নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল- ৩.৫২.০৫.৬৪২ জন এবং ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৫৭.০২%।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে দেখা যায় যে, জনগন চলমান রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামোটি সচেতন ছিল।

এখানে অ্যালমন্ড ও ভারবা (Almond & Verba) রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিশ্লেষনের জন্য যে তিনটি দৃষ্টি ভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন অর্থ্যাৎ-

১। জ্ঞান সংক্রান্ত (Cognitive)

২। অনুভূতি সংক্রান্ত (affectuve)

৩। মূল্যায়ন সংক্রান্ত (evaluation)

তার সঠিক বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই । অর্থ্যাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন থেকে শুরু করে ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৭-এ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী শক্তির সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক প্রনীত ২১ দফার (১৫,১৯,২০,২১) দফা, ১৯৫৬ সালের সংবিধান, এবং ১৯৬৬ সালে আওয়ামীলীগ প্রনীত ছয় দফা কর্মসূচিতে বাংলাদেশের জনগনের সংসদীয় গনতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের কথা জানা যায়।

পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশেও সংসদীয় গনতন্ত্রের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় এবং ১৯৭৩ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা এই দেশের জনগনের সংসদীয় গনতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের কথাই পূনর্ব্যক্ত করে। "দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ভেঙ্গে পড়া প্রশাসনিক কাঠামো ও নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে সংসদীয় গনতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পরে পরেই বাংলাদেশের নব গঠিত সংসদীয় সরকার বহুমুখী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংকটের আবর্তে পতিত হয়। সত্তরের দশকের প্রথমদিকে বিশ্ব অর্থনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে মুদ্রা স্ফীতির কারনে

Dhaka University Institutional Repository

জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠে। সরকারের জাতি গঠন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।"[৩]

দেশ গঠনের নিমিত্তে সরকার দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালুর লক্ষ্যে বৈদেশিক বানিজ্য সরকারী নিয়ন্ত্রনে আনে, ভারী শিল্প জাতীয় করন করে। সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনভিজ্ঞতা, অযোগ্যতা ও অদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। "উপরন্তু ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে উঠা আমলাতন্ত্র বাংলাদেশে সংসদীয় গনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সুষ্ঠ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলাও সরকারের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠে।"[৪]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পাকিস্তানী আমলে স্বৈরশাসনের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকা বিপ্লবী শক্তির সামনে আসার সুযোগ করে দেয়। এই বিপ্লবী শক্তি দেশের শুধু মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট ছিলনা। তাদের মতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।[৫]

তাই তারা বাংলাদেশে বিপ্লবের সফল সমাপ্তি আনার জন্য দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির দ্রুত মারাত্মক অবনতি ঘটায়। বামপন্থী সমালোচক গনের মতে, প্রথম থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ যখন রাষ্ট্র নিয়ান্ত্রিত অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে দেশ গঠনের ঘোষনা দেয় তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রোষানল আরো বেড়ে যায়। বাংলাদেশ যাতে প্রকৃত অর্থে আত্ম নিয়ন্ত্রনাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে সেজন্য তারা সকল প্রকার ষ্ট্রাটেজী গ্রহন করে। ১৯৭৪সালে প্রতিশ্রুত খাদ্য সরবরাহ না করে আমেরিকা উপরোক্ত ষ্ট্রাটেজীর সফল বাস্তবায়ন

Dhaka University Institutional Repository

ঘটায়। ফলে ঐ বৎসর বাংলাদেশ সরকার পর্যাপ্ত খাদ্যের অন্যবিধ ব্যবস্থা না করতে পারায় কারনে প্রায় ১ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়। এবং জনগনের সামনে তৎকালীন সংসদীয় সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠে। (১৯৭৪সালের দুর্ভিক্ষে সরকারী হিসাব অনুযায়ী ২৭,৫০০ লোক মারা যায়। বেসরকারী হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যা ১,০০,০০০ এর উপরে।[৬] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কার্যবিবরনী, নভেম্বর-২২, ১৯৭৪, পৃ: ২০৯)

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে অগনিত সমস্যার মধ্যে কাংখিত গনতন্ত্র আস্তে আস্তে মূয়মান হতে থাকে এবং তীব্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গনতন্ত্রের পরিবর্তে নির্যাতিত জনগনের গনতন্ত্রের নামে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ভাবে বাংলাদেশে যে সম্ভাবনা নিয়ে সংসদীয় ব্যবস্থার সূচনা হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অতি অল্প সময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারে ফিরে যাওয়ার মধ্যদিয়ে এই অধ্যায়ের প্রথমার্ধে উল্লেখিত 'Rupert' এর তত্ত্বের যথার্থতা প্রমানিত হয়।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ফলে দেশে সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু হয়। বিধান করা হয় রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তনের ।

শেখ মুজিবুর রহমান অবশ্য বাস্তবতার প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই যে সংবিধান সংশোধন করেছেন তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন। দেশে শান্তি শৃংখলা নিশ্চিতকরন, শোষনহীণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সাধারন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে এ পদক্ষেপকে তিনি "দ্বিতীয় বিপ্লব" হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৭]

এবং বলেন, "আজকে স্বাধীনতার পরে বিনাকারনে সিষ্টেম চেঞ্জ করি নাই । আমরা যখন এগুতে শুরু করলাম, বিদেশী চক্র এদেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারা এদেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করলো এবং

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রী-ষ্টাইল শুরু হয়ে গেল। দেশের মধ্যে শুরু হল ধ্বংস -একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। দ্বিতীয় কথা হল, আমরা এই সিষ্টেম ইন্ট্রোডিউস করলাম কেন ? এই যে, আমাদের সমাজ এখানে দেখতে পাই----- ২০% লোক শিক্ষিত।---- -- কিন্তু একচুয়াল যেটা পিপল তাদের সহ সবাইকে একতাবদ্ধ করতে না পারলে সমাজের দুর্দিনে দেশে মঙ্গল হতে পারে না।"[৮]

বিভিন্ন শ্রেণীর জনগনের সাথে আলোচনা করে জানা যায় তাদের কারো কারো মতে, বাকশাল গঠন অপরিহার্য ছিল। শেখ মুজিব, আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব তাকে দূরীভূত করার জন্য একটা নতুন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, যাতে একটি মাত্র দল থাকবে, জাতীয় দল- যার মধ্যে থাকবে ঐক্যমত্য এবং এর মাধ্যমেই দেশ এগিয়ে যেতে পারবে।

১৯৭৫সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্থ্যাৎ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যা কান্ডের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নিহত করা হয়। রাজনীতিতে অনিয়ন তান্ত্রিকতার সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তীতে সেনাবাহিনী রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়। উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চায় ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত নেতিবাচক দিক, যা তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে পরিলক্ষিত হয়। তবে ১৯৭১-'৭৫ সময়কালের কিছু ঘটনা উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। যেমন-

১। শেখ মুজিব পাকিস্তানের বন্দীশালা হতে বাংলাদেশে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারী করেন। পরে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর '৭২ কার্যকরী হয়। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা করতে যেখানে সময় লেগেছিল দীর্ঘ ৯ বছর সেখানে মাত্র ৯ মাসে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের একটি উন্নত

Dhaka University Institutional Repository

গনতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান রচনা নি:সন্দেহে উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

২। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যখন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ভয়ংকর অবনতি ঘটে তখন ১৯৭২ সালের ১৭ ই জানুয়ারী শেখ মুজিব ১০ দিনের সময়সীমার মধ্যে অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দেন এবং ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রচুর অস্ত্র সস্ত্র সংগৃহীত হয়। অন্য দিকে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান গুলিকে সচল করে সরকার অবস্থার প্রভূত উন্নতি করেন।

৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহনকারী ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ীর বেশে রাজধানী ও অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থান গ্রহন করে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শেখ মুজিব ভারতীয় বাহিনীকে ১৯৭২ সালের ১২ই মার্চ বাংলাদেশ ত্যাগ করতে সম্মত করেন।

৪। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ছয় মাসের মধ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ জাতীয় সংসদের সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নি:সন্দেহে একটি গুরুত্ব পূর্ণ ও ইতিবাচক দিক।

৫। এ ছাড়া কমন ওয়েলথ, ও.আই.সি., জাতিসংঘ, জোট নীরপেক্ষ আন্দোলন সহ ১৪টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ অর্জন এবং ২২১টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সু-প্রতিষ্ঠিত করে। এ সকল ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই সময়কালের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে জানা যায়। যে লক্ষ্যে '১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগকে জনগন ভোট দেয়, স্বাধীনতা পরবর্তী কালে জনগনের সেই আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটেনি। এক দিকে

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ, অন্য দিকে আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীদের জাক জমক পূর্ণ জীবন যাপন, দুর্নীতি, স্বজন প্রীতি ইত্যাদি নানা কারনে অল্প দিনের মধ্যেই আওয়ামীলীগ জন বিচ্ছিন্ন একটি দলে পরিনত হয়। অধ্যাপক ড: সিরাজুল ইসলাম এর মতে, এ অঞ্চলের জন গন রাজনীতি সম্পর্কে বরাবরই অত্যন্ত সচেতন ছিল। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে যখন যে দলকে ভোট দিলে তাদের মুক্তি আসবে বলে মনে করেছে, তা তারা করেছে।

অধ্যাপক আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিকের মতে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করে শেখ মুজিব যে বাংলাদেশের শাসন ভার গ্রহন করে ছিলেন, এটাই বাঙ্গালী জনগনের জন্য অত্যন্ত বড় পাওনা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশকে তিনি যে ভাবে পরিচালনা শুরু করে ছিলেন তার সুফল বাঙ্গালী জনগন আজো ভোগ করছে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যেখানে পাকিস্তানী শাসকরা আওয়ামীলীগকে হঠাতে পারেনি সেখানে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ভোটে জেতার প্রশ্নই উঠেনা।

আর বাকশাল সম্পর্কে তিনি বলেন, বাকশাল গঠন সেই সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অবশ্যই সঠিক ছিল এবং বাকশাল গঠন প্রক্রিয়াও গনতান্ত্রিক ছিল, এর মাধ্যমে তিনি রাশিয়া বা চীনের মত নয়, বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কোন নির্বাচিত সরকারকে হঠাতে হলে তা অবশ্যই সাংবিধানিক উপায়েই হওয়া উচিৎ। হত্যা, খুন বা অসংবিধানিক উপায়ে কিছুতেই নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। Rupert Emerson, *From Empire to Nation,* (Cambridge: Harvard University Press, 1960), P- 273.

২। এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশে গনতন্ত্রের সংকট*, (ঢাকা জানুয়ারী, ১৯৯১), পৃ-১৩।

৩। Rounaq Jahan, "Bangladesh in 1972: Nation Building in A New State", *Asian Survey,* February 1973, PP-199-210.

৪। গিয়াস উদ্দিন মোল্যা, "বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্রের পূনঃ প্রবর্তন," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা- ৪২, ফেব্রেুয়ারী ১৯৯২, পৃ:- ১০৮।

৫। Talukder Maniruzzanan,"Bangladesh: An Unfinished Revolution", *Journal of Asian Studies*, Vol.-34, No.- 4, August 1975, PP.- 891-911)

৬। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কার্যবিবরনী, নভেম্বর-২২, ১৯৭৪, পৃঃ২০৯

৭। ভালেম চন্দ্র বর্মন, "সংবিধান সংশোধনী এবং গনতন্ত্র", *সমাজ নিরীক্ষন - ৪২*, নভেঃ, ১৯৯২, পৃ:- ৩১।

৮। বঙ্গভবনে ১৯/৬/'৭৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠক দলীয় চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রপতি শেখমজিবুর রহমানের ভাষনের উদ্ধৃতাংশ, দৈনিক বাংলা, ২০শে জুন, ১৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩. খ. সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি,
সময়কালঃ (১৯৭৫-'৯০)

"পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নানা দেশে সেনা কর্মকর্তাগন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মারফত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের গতিধারার উপর এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন যে, কোন কোন লেখক সামরিক বাহিনীর অধিনায়কদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি বলে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত।"[১]

এই বক্তব্যের সমর্থনে জাতিপুঞ্জের সদস্য, রাষ্টগুলি সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যানে উপ স্থাপিত করা যায়। "১৯৮৭ সালের জুন মাসে জাতিপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫৯। এদের মধ্যে ৮২ টি রাষ্ট্রে কোন না কোন সময়ে সামরিক শাসন প্রচলিত ছিল।"[২]

"নবজাত রাষ্ট্র বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে, ঐ বৎসর সারা বিশ্বে ২৯% স্বাধীন রাষ্ট্রে সামরিক শাসন জারী ছিল।"[৩]

"সাধারণত দেখা যায় যে, সমর নায়করা উচ্চ মাত্রার বৈধতা সম্পন্ন কোন অসামরিক সরকারকে উৎখাত করতে উৎসাহিত হন না।"[৪]

এর কারণ ও সহজবোধ্য। বৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করলে যে সব হিংসাত্মক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। সেগুলির ঝুঁকি সেনাপতিরা নিতে চান না। কিন্তু যখন নানা কারণে একটি অসামরিক সরকারের বৈধতা বিধ্বস্ত হয়, তখন ঐ সরকারকে পদচ্যুত করা সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। যে সব কারণে সাধারণত একটি বেসামরিক সরকারের বৈধতা বিনষ্ট হয় সেগুলি হলো - সহিংস, বিক্ষোভ, বা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থতা, প্রয়োজনীয় নীতি রচনায় বা রূপায়নে ব্যর্থতার জন্য অর্থনৈতিক অবনমন, বেসামরিক কর্তা ব্যক্তিদের ব্যাপক ভ্রষ্টাচার, ক্ষমতার পরিধি বা সময়সীমা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বে-

Dhaka University Institutional Repository

আইনী বা সংবিধান বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহন । অবশ্য এ সব কারণ বিদ্যমান থাকলে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যখন ক্ষমতার লালসা বা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে সামরিক কর্মকর্তাগন উপরোক্ত কারণগুলির সুযোগ গ্রহন করতে চান তখন সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ঘটে।

'ফাইনার' রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে হস্তক্ষেপের বিভিন্ন মাত্রার সম্পর্ক দেখিয়েছেন এভাবে ঃ [৫]

রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্তর	গণসচেতনতার প্রকৃতি	হস্তক্ষেপের মাত্রা।	হস্তক্ষেপের পদ্ধতি।
প্রথম স্তর	জনগণ সচেতন,রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ বিকশিত , ক্ষমতা অর্জনের বৈধ পদ্ধতি আছে।	প্রভাব	সংবিধানিক সংঘাত মূলক।
দ্বিতীয় স্তর	জনগন সচেতন,রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি আছে, ক্ষমতা অর্জনের বৈধ পদ্ধতি বিতর্কিত।	ব্ল্যাকমেইল	ভীতিপ্রদর্শন, হুমকী ও শক্তি প্রয়োগ।
তৃতীয় স্তর	জনগন দুর্বল ভাবে সংঘঠিত, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ দুর্বল, ক্ষমতা অর্জনের বৈধ পদ্ধতি নেই।	অপসারণ	নিরাপত্তা না দিয়ে
চতুর্থ স্তর	জনগন অসংগঠিত, ক্ষমতা অর্জনের বৈধ পদ্ধতি নেই, সরকার ইচ্ছে করলেই জনমতকে অগ্রাহ্য করতে পারে।	উৎখাত	অস্ত্রের মুখে

Dhaka University Institutional Repository

বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য অনগ্রসর দেশের মত বাংলাদেশেও সামরিক হস্তক্ষেপের সহায়ক পরিবেশ ছিল। এ প্রসঙ্গে হানটিংটন অনুন্নত সমাজের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উল্লেখ যোগ্য। তার মতে- "একটি অনুন্নত সমাজে বিভিন্ন সামাজিক শক্তি/দল সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত থাকে। সামরিক বাহিনী আধুনিকায়নের জন্য তাদের রাজনৈতিক ভূমিকাকে যথার্থ মনে করা হয়। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ দেশের সমস্যায় নির্বিকার থাকতে পারে না। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের স্বপ্নে অপোষহীন। এই রূপে বিভিন্ন শক্তি যখন নগ্ন বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। তখন তার সমাধান বা মধ্যস্থতা করার মত বৈধ পন্থা থাকে না। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধুক অন্য সব কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে।" [৬]

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সামরিক বাহিনীর যৌক্তিকতা নির্ধারন করা হয় দেশের অখন্ডতা ও বহিঃআক্রমন থেকে সার্বভৌমত্ব রক্ষার ভিত্তিতে । এই শ্লোগানটি জোর দার করা হয় ক্ষমতা দখলের পর। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সাল এবং তার পরবর্তী সময়ে সামরিক অভ্যূত্থানগুলোর সময়ে কম বেশী এ বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে পরাশক্তি সমুহের ইচ্ছা ও যে কার্যকর হয় না তা নয়। কারণ অস্ত্র বিক্রির জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অভ্যুত্থান ও সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি জরুরী।

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে . সমর নায়কেরা উচ্চ মাত্রার বৈধতা সম্পন্ন বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করতে উৎসাহী হয় না। তাহলে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশর প্রথম নির্বাচিত সরকার কি উচ্চ বৈধতা সম্পন্ন ছিল না ?

Dhaka University Institutional Repository

"১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং শেখমুজিব তখন তার খ্যাতির মধ্য গগণে। তার সরকার ছিল অতি উচ্চ মাত্রার বৈধতা সম্পন্ন। মুজিব সরকার ১৯৭৩ সালে অধিষ্ঠিত হলেও ১৯৭৪ সালে দূর্ভিক্ষ, দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য এবং ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনকে অনেকে গনতন্ত্রের সমাধি বলে বিবেচনা করেছেন। মুজিবের প্রবল ব্যক্তিত্বের কারণে সরকারে বা দলে এ নিয়ে কথা উঠেনি। কিন্তু তৃনমূল পর্যায়ে অভিঘাতটি ছিল প্রবল। সেনা বাহিনী তাই ঝুঁকি নিয়েছিল এবং ইচ্ছে করেই এমন নৃশংসতার সৃষ্টি করেছিল যে তাৎক্ষনিক ভাবে কোন বিক্ষোভ হয় নি। এছাড়াও শেখ মুজিবের মত ব্যক্তিত্বকেও হত্যা করা যেতে পারে, এ ধারনা অসম্ভব বলে বিবেচিত হতো। "স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মত বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হবে তা কেউ ভাবেনি।" [৭] বিভিন্ন তরের জনগনের সাথে আলাপ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, শেখ মুজিবের শাসনামলে বিরোধী দলের শূন্যতাও সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দিয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে সেনাবাহিনীর একাংশের হাতে নিহত হন ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট ভোর রাতে। ইতিহাসে এ এক নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ। যেটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে সহিংসতা দান করেছে এবং তা আজো অব্যাহত। এবং আস্তে আস্তে এটি আরো ভায়াবহ আকার ধারন করেছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্টের পর থেকে সূচিত হল নতুন করে পুরনো এক রাজনৈতিক চেতনা। ধর্ম নিরপেক্ষ দেশকে করার চেষ্টা করা হল ইসলামিক রিপাবলিক, জয় বাংলাকে করা হল বাংলাদেশ জিন্দাবাদ,

Dhaka University Institutional Repository

আর বাংলাদেশ বেতারের নামকরন করা হয় রেডিও বাংলাদেশ। এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে, শুধু মাত্র ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় তাই নয়, সার্বভৌম শক্তির উৎসও স্থানান্তরিত হয় নাগরিক হতে আল্লাহ'য়। সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করা হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার হিসেবে। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরিবর্তে বাংলাদেশী বহাল করা হয়।[৮]

এখন দেখা যাক সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় আসন পাকাপোক্ত করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করলেন।

সামরিক শাসন কিছু দিন গেলেই বিশ্ব জনমতের চাপে এক ধরনের বেসামরিক প্রশাসন, প্রয়োজনে পার্লামেন্ট গঠন করে । রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে রেনিগেড রাজনীতিবিদদের দিয়ে। জিয়াউর রহমার যেমন করেছিলেন জা.গ.দল, তারপরে জাতীয়তাবাদী দল, এরশাদ করেছিলো জাতীয়পার্টি। গঠিত পার্লামেন্টে তারা তাদের সমস্ত অবৈধ কার্যক্রম ও হত্যা কান্ড বৈধ করে। পাকিস্তানে এমনটি হয়েছে এবং বাংলাদেশেও । যেমন ইনডেমনিটি বিল, যে বিলের বলে মুজিব হত্যা বৈধ করা হয়েছে।[৯] এই সমস্ত কাজ তারা করে থাকে সাধারনতঃ সংবিধানর সংশোধনীর মাধ্যমে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তার পদটিকে বৈধ করার লক্ষ্যে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন । যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। জনগন তাকে প্রোসিডেন্ট হিসেবে চায় কিনা সে জন্য তিনি ৩০ শে মে ১৯৭৭ সালে এক প্রহসন মূলক গনভোটের আয়োজন করেন।

নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দি ছিল না। এই নির্বাচনে মোট ভোটারের ৮০% ভোট প্রদান করে বলে সরকার দাবী করে। নির্বাচনের পরে দেখা যায় 'হ্যাঁ', 'না' ভোটে হ্যাঁ বাক্সে ৯৯% আর না বাক্সে পরেছে মাত্র ১%। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে, ঐ নির্বাচনে কিছু লোক সীলের পর সীল মেরে বাক্স ভরেছিল।[১০] জাতীয় বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ ই ডিসেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ রাতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান রেডিও - টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষন দেন। উক্ত ভাষনে তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী দেশের সকল রাজনৈতিক দল, মহল ও ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের কথা উল্লেখ করেন। অত:পর তিনি জাতীয়তাবাদী গনতান্ত্রিক দল (জাগ দল) গঠন করেন, যার আহ্বায়ক করা হয় বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে।[১১] এই দলটি পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে রূপ নেয়। ১৮ ই এপ্রিল ১৯৭৮ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মে: জে: জিয়াউর রহমানের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ৩রা জুন ১৯৭৮ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারন করে।

১লা মে জাগদল, ভাসানী ন্যাপের মশিউর রহমানের গ্রুপ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টির কাজী জাফর, হালিম গ্রুপ, জাগমুই ও বাংলাদেশ লেবার পার্টির সমন্বয়ে ৬ দলীয় জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করা হয় এবং উক্ত ফ্রন্টের চেয়ারম্যান হন মে: জে: জিয়াউর রহমান। অপর দিকে এই নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), সি. পি.বি, জনতা পার্টি, পিপলস লীগ এবং গন আজাদী লীগের সমন্বয়ে একটি গনতান্ত্রিক ঐক্য জোট গঠিত হয়। জোটের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন মুক্তি বাহিনী প্রধান জেনারেল (অব:) এম. এ. জি. ওসমানী।[১২] এই নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের পক্ষ থেকে মে. জে. জিয়াউর রহমান গনতান্ত্রিক ঐক্য জোটের পক্ষ থেকে এম. এ. জি. ওসমানী এবং আরো ৯ জন নির্দলীয় প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করেন।

৩রা জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মে. জে. জিয়াউর রহমান ৭৬.৭ ভাগ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। অপর দিকে এম. এ. জি. ওসমানী পান ২১.৭ ভাগ ভোট। এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ পাওয়া যায়। ১৮ ই জানুয়ারী ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ৩০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিভিন্ন দল থেকে ২,৩৪৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করে। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি.) ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭ টি আসন লাভ করে। আর প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ পায় ৩৯ টি আসন। এই নির্বাচনে বিএনপি. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতই ব্যাপক কারচুপি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য নির্বাচনের সময় সারা দেশে সামরিক আইন বহাল ছিল।[১৩]

নির্বাচনী তথ্যঃ

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (১৯৭৯) অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মনোনীত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা, সর্বমোট ভোট ও প্রাপ্ত আসন সংখ্যা সূচক বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল / স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত সর্বমোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি)	২৯৮	৭৯,৩৪২৩৬	৪১.১৭%	২০৭
২.	বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মালেক	২৯৫	৪৭,৩৪,২৭৭	২৪.৫৪%	৩৯
৩.	বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মিজান	১৮৪	৫,৩৫,৪২৬	২.৭৮%	২
৪.	বাংলাদেশ মুসলীম লীগ এবংইসলামিকডেমোক্রেটিক লীগ (রহিম)	২৬৬	১৯,৪১,৩৯৪	১.০৭%	২০
৫.	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৪০	৯,৩১,৮৫১	৪.৮৩%	৮

Dhaka University Institutional Repository

৬.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৮৯	৪,৩২,৫১৪	২.২৪%	১
৭.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৩৭	৮৮,৩৮৫	০.৪৬%	--
৮	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের)	২৮	২৫,৩৩৬	০.১৩%	--
৯.	বাংলাদেশ গণফ্রন্ট	৪৬	১,১৫,৬২২	০.৬০%	২
১০.	বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	২০	৭৪,৭৭১	০.৩৯%	১
১১.	বাংলাদেশ জাতীয় দল	৬	১৮,৭৪৮	০.১০%	--
১২.	জাতীয়তাবাদী দল (জাগদল)	২৯	২৭,২৫৯	০.১৪%	--
১৩.	বাংলাদেশ গনতান্ত্রিক চাষী দল	২	১৩০	০.০০১%	--
১৪.	বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি	৫	৩,৫৬৪	০.০২%	--
১৫.	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১৩	৬৯,৩১৯	০.৩৬%	২
১৬.	নেজাম ই-ইসলাম পার্টি	২	১,৫৭৪	০.০১%	--
১৭.	ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি	৭০	১,৭০,৯৫৫	০.৮৯%	--
১৮.	ইউনাইটেড রিপাবলিকান পার্টি	২	৩৮৯	০.০০২%	--
১৯.	বাংলাদেশ গনতান্ত্রিক আন্দোলন	১৮	৩৪,২৫৯	০.১৮%	১
২০.	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১৬	৭,৭৩৮	০.০৪%	--
২১.	ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি ফর প্যারিটি	১	১৪,৪২৯	০.০৭%	--
২২.	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	৪,৯৫৪	০.০৩%	--
২৩.	জাতীয় একতা পার্টি	৫	৪৪,৪৫৯	০.২৩%	১
২৪.	বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি পার্টি	৩	৩৩৬৩	০.০২%	--
২৫.	বাংলাদেশ তাঁতি সমিতি	১	১,৮৩৪	০.০১%	--

Dhaka University Institutional Repository

২৬.	বাংলাদেশ গন আজাদী লীগ	১	১,৩৭৮	০.০১%	--
২৭.	জাতীয় জনতা পার্টি	১০	১০,৯৩২	০.০৬%	--
২৮.	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	১১	৭৫,৪৫৫	০.৩৯%	--
২৯.	পিপলস ডেমোক্র্যটিক পার্টি	৩	৫,৭০৩	০.০৩%	--
৩০.	স্বতন্ত্র	৮২২	১৯,৬৩,৩৪৫	১০.১৯%	১৬
সর্বমোট২,১২৫১,৯২,৭৩,৬০০					

বিঃ দ্রঃ এ নির্বচনে কেউই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হননি। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৩০টি । ৩০টি আসনই বি.এন.পি. লাভ করায় বি.এন.পির মোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৭+৩০=২৩৭টি।

[মোস্তফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, কাকলী প্রকাশনী পৃঃ৫৯-৬০]

২রা এপ্রিল দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। ৫ ই এপ্রিল জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় সংবিধান পঞ্চম সংশোধনী বিল।

এই সংবিধান সংশোধনী অনুসারে ১৯৭৫ সালের১৫ ই আগষ্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, আদেশ সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বৈধ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়।

১৯৮১ সালের ৩০ শে মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সদস্যের হাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিহত হন।

এই হত্যা কান্ড বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সহিংসতার বৈশিষ্ট্যকে আরো জোড়দার করে এবং ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ মেজর জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুস সাত্তারকে বন্দুকের নলের মুখে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অপসারন এটাই প্রমান করে যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে "বন্দুকই সকল ক্ষমতার উৎস" । যা নিম্ন মানের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্র সমৃদ্ধ করেছে । ক্ষমতা গ্রহণের পরে জেনারেল এরশাদও একই কায়দায় পূর্ববর্তীকে অনুসরন করে নিজস্ব ক্ষমতার আসন পাকা পোক্ত করেছে ।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২৭ শে নভেম্বর ১৯৮৩ সালে কিছু দলছুট নেতা কর্মী ও কিছু সাজা প্রাপ্ত আসামীদের নিয়ে গঠিত হয় "জনদল" এবং এটিই পরবর্তীতে ১লা জানুয়ারী ১৯৮৬ সালে "জাতীয় পার্টি " নামে আত্ম প্রকাশ করে এবং যার চেয়ার ম্যান নিযুক্ত হন এইচ. এম. এরশাদ ।

১১ই ডিসেম্বর '৮৩ জেনারেল এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহন করেন. যদিও তিনি বিচারপতি সাত্তারের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহনের পরে কোরয়ান ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে তিনি কোন অবস্থাতেই দেশের রাজনীতিতে নিজেকে জড়াবেন না । ক্ষমতা গ্রহনের পরে জেনারেল এরশাদ একই ভাবে পূর্বসূরীকে অনুসরন করে নিজের ক্ষমতার আসন পাকা পোক্ত করে নেয় ।

২১ শে মার্চ ১৯৮৫ দেশে গনভোট অনুষ্ঠিত হয় । এরশাদ হ্যা. না ভোটের মাধ্যমে জনমত যাচাই করেন। কিন্তু ভোটার বিহীন ভোটেও দেখা গেল সরকারী সূত্র মতে ৭২% ভোটার ভোট দিয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৯৪% ভোট পেয়েছেন। তিনি স্বগর্বে ঘোষনা করলেন যে জনগন স্বত:স্ফূর্ত ভাবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনে তাকে ম্যান্ডেট দিয়েছে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

২রা মার্চ ১৯৮৬ এক রেডিও ও টিভি ভাষনে এরশাদ ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন। কিন্ত বিভিন্ন কারনে সরকার নির্বাচনের তারিখ ২৬ শে এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ ই মে পুন: নির্ধারন করে।

৭ই মে অনুষ্ঠিত ৩য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২৮ টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহন করে। ৪৫৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৫২৭ জন। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩ টি আসন লাভ করে। ৮ দল পায় ৯৭ টি আসন। এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি কারচুপি এবং মিডিয়াব্যুর মাধ্যমে পরাজিত প্রার্থীদের জয়ী করা হয়েছে বলে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন। কারন ৭ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও অজ্ঞাত কারন বশত: ১৯ শে মে পুর্নাঙ্গ ফলাফল ঘোষনা করা হয়। বিদেশী পত্র পত্রিকায় বাংলাদেশের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির খবর ফলাও করে প্রকাশ করে।

নির্বাচনী তথ্যঃ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল / স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত সর্বমোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১.	জাতীয় পার্টি	৩০০	১,২০,৭৯,২৫৯	৪২.৩৪%	১৫৩
২.	বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	২৫৬	৭৪,৬২,১৫৭	২৬.১৬%	৭৬
৩.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	১০৩	৪,১২,৭৬৫	১.৪৫%	-
৪.	জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭৬	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১%	১০
৫.	ইসলামী যুক্তফ্রন্ট	২৫	৫৯,৫০৯	০.৯৮%	--
৬.	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৯	২,৫৯,৭২৮	০.৯১%	৫
৭.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	১০	২,০৩,৩৬৫	০.৭১%	২

Dhaka University Institutional Repository

৮.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	১০	৩,৬৮,৯৭৯	১.২৯%	৫
৯.	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ(বাকশাল)	৬	১,৯১,১০৭	০.৬৭%	৩
১০.	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৪	১,৫১,৮২৮	০৫৩%	৩
১১.	বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এম. এল.)	৬	৩৬,৯৪৪	০.১৩%	--
১২.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	১৩৮	৭,২৫,৩০৩	২.৫৪%	৪
১৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (শাজাহান সিরাজ)	১৪	২,৪৮,৭০৫	০.৮৭%	৩
১৪.	বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন	৭	২২৯০১	০.০৮%	-
১৫.	জনদল	৩৪	৯৮,১০০	.০৩৪%	--
১৬.	গণ আজাদী লীগ	১	২৩,৬৩২	০.০৮%	--
১৭.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩৯	১,২৩,৩০৬	০.৪৩%	--
১৮.	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৬	২,৯৯৭০	০.১%	--
১৯.	বাংলাদেশ নাগরিক সংহতি	১৪	৬৮,২৯০	০.২৬%	--
২০.	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১	১,৯৮৫	০.০১%	--
২১.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	১	১৪৯	০.০০১%	--
২২.	বাংলাদেশ ইসলামী রাজনৈতিক পার্টি	১	১১০	০.০০৪%	--
২৩.	বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য	৪	১,৩৩৮	০.০১%	--

Dhaka University Institutional Repository

	ফ্রন্ট				
২৪.	ইয়ং মুসলিম সোসাইটি	১	১,৪১০	০.০০০৫%	--
২৫.	জামায়েত ওলামায়ে ইসলাম	১	৫,৬৭৬	০.০২%	--
২৬.	জামায়েত ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি	১	৫৫৭২	০.০২%	--
২৭.	জাতীয় জনতা পার্টি(অদুদ)	৫	৪৬,৭০৪	০.১৬%	--
২৮.	জাতীয় জনতা পার্টি(সুজাত)	১	১৯৮	০.০১%	৩২
২৯.	স্বতন্ত্র	৪৫৩	৪৬,১৯,০২৫	১৬.১৯%	৩২
সর্বমোট ১,৫২৭২,৮৫,২৬,৬৫০					

বিঃ দ্রঃ এই নির্বচনে কেহই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়নি।মহিলা আসন সহ জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১৫৩+৩০ আসন।

[বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা , পৃ=৮০]

এদিকে সরকারী এক ঘোষনায় ১৫ ই অক্টোবর '৮৬ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষনা করা হয় । এই নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বি. এন. পি. নেতৃত্বাধীন ৭ দল, বামপন্থী ৫ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করে। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আত্ম স্বীকৃত খুনী লে: কর্নেল (অব:) ফারুকসহ ১৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

১৫ ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন বিরোধী দলের আহ্বানে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ঐ দিনেই এরশাদ বিপুল ভোটে বিজয়ী

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছেন বলে ঘোষনা করা হয়। এই নির্বাচনেও এরশাদ ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় গ্রহন করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ২৩ শে অক্টোবর এইচ. এম. এরশাদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহন করেন। ১০ই নভেম্বর ১৯৮৬ সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে এরশাদ একটি সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন। এই বিলের নামকরন করা হয় সপ্তম সংশোধনী বিল।

এ বিলের মুল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ এরশাদের সামরিক আইন জারী এবং তার পরে ১৯৮৬ সালের ১০ ই নভেম্বর পর্যন্ত গৃহীত সকল আইন, নির্দেশ ও অধ্যাদেশ এবং তার বলে গৃহীত সকল ব্যবস্থা গুলোর বৈধকরন করিয়ে নেয়া।

বিভিন্ন ঘটন-অঘটনের পরে ৬ ই ডিসেম্বর ১৯৮৭ সরকার তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষনা করে। এবং ৩রা. মার্চ ১৯৮৮ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রধান কোন বিরোধী দল অংশ গ্রহন করেনি। নির্বাচনে ২১৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ সর্বমোট ৯৭৮ জন প্রার্থী অংশ গ্রহন করে।

এদিকে বিরোধী দলের আহ্বানে ৩ রা মার্চ সকাল থেকে ৪ঠা মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচী অপর দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান। এই নির্বাচনে জনগনের কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। দলীয় কর্মীরা দলে দলে গিয়ে ভোটের বাক্স ভরেছে এবং এসব দৃশ্য পত্রিকার পাতায় ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়েছে। অথচ সরকারী প্রচার মাধ্যমে বলা হয় ৬০% ভোটার নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। ৩০০ আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন বাগিয়ে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী তথ্যঃ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/স্বতন্ত্র	মনোনিত প্রর্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত সর্বমোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	জাতীয় পার্টি	২৯৯	১৭৬৮০১৩৩	৮.৪৪	২৫১
২	সম্মিলিত বিরোধী দল	২৬৯	৩২৬৩৩৪০	২.৬৩	১৯
৩	জাতীয় সমাজ তান্ত্রীক দল(শাজাহান সিরাজ)	২৫	৩০১৬৬৬	১.২০	৩
৪	ফ্রীডম পার্টি	১১২	৮৫০২৮৪	১.২৯	২
৫	২৩ দলীয় জোট	৩৩	১০২৯৩০	০.৪০	-
৬	বাংলাদেশ খেলফত আন্দোলন	১৩	১০৫৯১০	০.৪১	--
৭	জনদল	১২	২৮৯২৯	০.১১	--
৮	বাংলাদেশ গনতন্ত্র বাস্তবায়ন পার্টি	১	৪২০৯	০.০২	--
৯	স্বতন্ত্র	২১৪	৩৪,৮৭,৪৫৭	১৩.৪০	২৫
সর্বমোট	৯৮৭২,৫৮,৩২,৯৫৮				৩০০

বি: দ্র: এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি মনোনীত ১৮ জন প্রার্থী ১৮ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এই ১৮ জন সহ জাতীয় পার্টি মোট ২৫১টি আসন লাভ করে। মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না।

নির্বাচনী তথ্য সূত্রঃ মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশের ২৫ বছর।

Dhaka University Institutional Repository

১১ই মে সরকার ইসলাম ধর্মকে জাতীয় ধর্মের মর্যাদা দানের জন্য জাতীয় সংসদে অষ্টম সংশোধনী বিল উত্থাপন করে।

৭ই জুন জাতীয় সংসদে বিলটি গৃহিত হয়। সংবিধানে," প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে" সংযোজিত করা হয়। "এই প্রেক্ষিতে একটি কথা বলে নেয়া দরকার, ক্ষমতায় আসার পরে সেনা কর্মকর্তারা চেষ্টা করেন প্রবল ভাবে ধর্মকে ব্যবহার করতে, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় এখনকার মানুষ অশিক্ষিত , ধর্মভীরু এবং ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান কম। এই কারণে ধর্ম ব্যবহারের ফলে ধর্মের প্রতি বা ধর্মের ব্যবসায়ির প্রতি সাধারণ জনগনের বিরূপ মনোভাব তো দেখা দেয় নি বরং মৌলবাদ বিকশিত হয়েছে এবং যা প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে সামরিক তন্ত্রকে। জিয়াউর রহমানের সময় থেকে রেডিও/ টেলিভিশনে সরকারী কর্ম কান্ডে ধর্মের ব্যবহার শুরু হলো। তিনি শাসন তন্ত্র থেকে বঙ্গবভনে চেয়ারের পেছনে যুক্ত করলেন - বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। বাংলাদেশের প্রায় সব মুসলমানই কোন কাজ শুরু করার আগেই বিসমিল্লাহ বলেন , কিন্তু সর্বগ্রাসী এ প্রচার ছিল হাস্যকর ভাবে লোক দেখানো।" [১৫]

এরশাদ এ প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করলেন । প্রয়োজনে , অপ্রয়োজনে মসজিদ নির্মানে উৎসাহ জোগানো হলো। তিনি প্রতি শুক্রবার মসজিদে গিয়ে ভাষণ দিতে লাগলেন।

ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি ব্যাপার। যা মানুষকে খুব সহজেই দুর্বল করে দেয়, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত এই দেশে। আর স্পর্শকাতর বিষয়টি সামরিক শাসকরা নিদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আজও আমাদের সমাজ ও

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে বিদ্যমান। যা অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। গনতন্ত্রের রাজনীতিতে ধর্মের কোন স্থান নেই। এটি সম্পূর্ন ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত বিশ্বাসের ব্যাপার।

৮০ এর দশকের শেষ দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবনতা দেখা দেয়। গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন চীন থেকে শুরু করে পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক দেশ, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার এক নায়কবাদী সরকার সমূহের আমূল পরিবর্তন সাধন করে। গনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার সীমানা অতিক্রম করে এশিয়ার কর্তৃত্ব বাদী সরকার গুলির পরিবর্তন এনেছে।[১৬]

বাংলাদেশের জনগন ও বিশ্বব্যাপী গনতান্ত্রিক আন্দোলনের এই স্রোত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি। তাইতো দীর্ঘ দিন ব্যাপী আন্দোলনের এক চূড়ান্ত ফল হিসেবে ১৯৯০ সালে এ সফল গন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৩ জোটের রূপরেখা অনুযায়ী নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের হাতে এরশাদ তার ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এ ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগন দ্বিতীয় বারের মত বিজয় লাভ করে বলে মনে হয়। ৯০এর গন আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পুনঃযাত্রা শুরু হয়। এক সফল গন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদের পতন একথাই প্রমান করে বাংলাদেশের জনগন জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, যেমনটি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সময়ে। এটি অবশ্যই উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

এই সময়কালের রাজনীতির যেটি প্রধান আলোচ্য বিষয় তা হল সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায় অনুপ্রবেশ। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে তা হল সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনীর ক্ষমতায় আসার সর্বপ্রধান কারনই হল সামরিক বাহিনীর কিছু অংশের উচ্চাভিলাষ এবং পাকিস্তানী সামরিক কালচারের প্রভাব ও ধারাবাহিকতা।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম আরো যে কথাটি বলেছেন তা হল গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর কালে শেখ মুজিবের শাসনামলে এমন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয় যার ফলে শক্তিশালী কোন বিরোধী দলই গঠিত হতে পারে না। ফলে সেই শূন্যতার সুযোগ গ্রহন করে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

তবে যেহেতু এই অঞ্চলের জনগন রাজনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং তারা জানে যে সেনা বাহিনী যে কোন দেশের যে কোন উন্নয়ন নস্যাৎ করে দেয় যেমনঃ

(ক) আইনের শাসনকে ধ্বংস করে দেয়।

(খ) গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্ত উপাদানকে ধ্বংস করে দেয়।

(গ) রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক যত প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান আছে সেগুলি ধ্বংস করে দেয় এবং রাজনীতিকে কঠিন করে [মুনিরুজ্জামান, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ] তাই জনগন সংগঠিত হয়ে ১৯৯০ সালে এক সফল গনঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। Emajuddin Ahamed, *Military Rule and the Myth of Democracy*. UPL, Dhaka -1998. P - 4

২। J.S. Djiwandono and Y.M. Cheong, The Military and Development in Southeast Asia, in J. S. Djiwandono and Y.M. Cheong, eds *Soldiers and Stability in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapur, 1988, P-5.

৩। F.D. Margiotta, "Civilian Control and the American Militry", in C.F. Wellch, ed. *Civilion Control of the Military*. State University of New York Press, Albany 1976, P. 214.

৪। C.E. welch and A.K Smith *Military Role and Rule*, Duxbury Press. North Scituate, 1973.

৫। S.E. Finer, *The Man on Horseback: the Role of the Military in Politics*. Pallmall Press , London, 1962. Page .86-128.

৬। S.P. Huntington , *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press, New Haven, 1968, PP.194 -196

৭। মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, "সামরিক বাহিনী ও রাজনীতিঃ তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৪২, ফেব্রুয়ারী, ৯২, পৃ: ২৭-২৮।

৮। ভালেন চন্দ্র বর্মন, "রাজনৈতিক কৃষ্টি ও সহিংসতা: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ", *সমাজ নিরীক্ষন* ৩৮, পৃঃ ২৩-২৪।

৯। মামুন ও জয়ন্ত, *ঢাকা বিশ্বঃ পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

১০। মোস্তফা কামাল, *বাংলাদেশের ২৫ বছর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা*, কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃ. ৫৫।

১১। প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের ২৫ বছর*, পৃ. ৫৬।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১৫। মামুন ও জয়ন্ত, *ঢাকা বিশ্বঃ পত্রিকা*, পৃ. ৩৪-৩৫

১৬। গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, "বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন", *ঢাকা বিশ্বঃ পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৩.গ. সংসদীয় গনতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সময়কালঃ (১৯৯১-১৯৯৯)

"উপমহাদেশের এ অঞ্চলে গনতান্ত্রিক আদর্শ বরাবর ছিল প্রেরনার উৎস। গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বরাবরই জনগনের কাংখিত লক্ষ্য। বৃটিশ ভারতে বাঙ্গালীরাই ছিলেন গনতান্ত্রিক আন্দোলনের ফ্রন্ট লাইনে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সর্বভারতীয় পর্যায়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এক অর্থে ছিল বাঙ্গালীদর গনতান্ত্রিক আন্দোলন।"[১]

"১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব থেকে শুরু করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় যে সব আন্দোলন গনমনে উম্মাদনা সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেকটির মূল প্রোথিত ছিল গনতান্ত্রিক চেতনায়।"[২] সেই চেতনাকে ধারন করেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সংসদীয় গনতন্ত্রের মাধ্যমে তার যাত্রা শুরু করে। '৭৫ এর পট পরিবর্তনের পরে সেই গনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। অত:পর '৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সফলতার ভিতর দিয়ে তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। অত:পর ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কারনে এই নির্বাচন ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

১। এদেশের ইতিহাসে প্রথম একটি তত্ত্বাবধায়ক, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২। পূর্বে সংগঠিত অর্থ ও পেশী শক্তির ব্যবহার হিংসাত্মক ঘটনা ও সন্ত্রাস, ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যু ইত্যাদি যে সব কারনে জনগন নির্বাচনের উপর আস্থা হারিয়েছিল সেগুলোর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে

Dhaka University Institutional Repository

তজ্জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব ধরনের পূর্বসতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে। এই উদ্দেশ্যে সততা ও ন্যায়পরায়নতার জন্য বিখ্যাত তিনজন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

৩। এ নির্বাচনে অংশ গ্রহনকারী রাজনৈতিক দল, ফ্রন্ট ও জোটের সংখ্যা আগের সমস্ত রেকর্ড ছড়িয়ে যায়।

৪। স্বাধীনতা বিরোধী দল হিসেবে চিহ্নিত এক সময়ের নিষিদ্ধ জামাত-ই-ইসলামী রাজনৈতিক অঙ্গনে সুবিধাজনক অবস্থান করে নিয়ে জনসমর্থনের দিক দিয়ে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৫। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও জোট জনগনকে চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকার করত: নিজ নিজ নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষনা করে।

পরিশেষে, এটা কেবল ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্বাচন ছিল না। কারন ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন, নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে দেশে গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি করে বস্তুত: জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারন করাই ছিল এ নির্বাচনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।[৩]

এই নির্বাচনে ৭৫ টি রাজনৈতিক দলের ২,৭৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপি লাভ করে ১৪০ টি আসন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ পায় ৮৮ টি আসন, জাতীয় পার্টি ৩৫টি, জামাতে ইসলামী ১৮টি আসন লাভ করে। এক সমীক্ষা অনুসারে বিএনপি পায় ৩১% পপুলার ভোট, আওয়ামীলীগ পায় ২৮%, জাতীয় পার্টি পায় ১২% এবং জামাতে ইসলামী ৬%। [৪]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯১ এর বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল / স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত সর্বমোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০০	১.০৫.০৭.৫৪৯	৩০.৮১	১৪০
২.	বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	২৬৪	১.০২.৫৯.৮৬৬	৩০.০৮	৮৮
৩.	জামাত-ই-ইসলাম বাংলাদেশ	২২২	৪১.৩৬.৬৬১	১২.১৩	১৮
৪.	জাতীয় পার্টি	২৭২	৪০.৬৩.৫৩৭	১১.৯২	৩৫
৫.	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়মীলীগ	৬৮	৬.১৬.০১৪	১.৮১	৫
৬.	জাকের পার্টি	২৫১	৪.১৭.৭৩৭	১.২২	--
৭.	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৪৯	৪.০৭.৫১৫	১.১৯	৫
৮.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ - রব)	১৬১	২.৬৯.৪৫১	০.৫৯	--
৯.	ইসলামি ঐক্য জোট	৫৯	২.৬৯.৪৩৪	০.৭৯	১
১০.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(মোজফফর)	৩১	২.৫৯.৯৭৮	০.৭৬	১
১১.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ - ইনু)	৬৮	১.৭১.০১১	০.৫০	--
১২.	গনতন্ত্রী পার্টি	১৬	১.৫২.৫৯২	০.৪৫	১
১৩.	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	১.২১.৯১৮	০.৩৬	১
১৪.	বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	১.২০.৭২৯	০.২৭	--
১৫.	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	২৬	১.১০.৫১৭	০.৩২	--
১৬.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৩	৯৩.০৪৯	০.২৭	--
১৭.	ফ্রীডম পার্টি	৬৫	৯০.৭৮১	০.২৭	--
১৮.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (শাজাহান সিরাজ)	৩১	৮৪.২৭৬	০.২৫	১
১৯.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(আয়েনুদ্দীন)	৬	৬৬.৫৭৫	০.২০	--

Dhaka University Institutional Repository

২০.	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	৩	৩৪.৮৬৮	০.১০	১
২১.	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ - খালেকুজ্জামান)	১	৩.৩৪.৮৬৮	০.১০	--
২২.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	৬২	৩২.৬৯৩	০.১০	--
২৩.	জনতা মুক্তি পার্টি	৮	৩০.৯৬২	০.০৯	--
২৪.	জাতীয় গনতান্ত্রিক পার্টি	১৬	২৪.৭৬১	০.০৭	---
২৫.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	২৪.৩১০	০.০৭	--
২৬.	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৫	২১.৬২৪	০.০৬	--
২৭.	জাতীয় জনতা পার্টি এবং গনতান্ত্রিক ঐক্য জোট	১১	২০.৫৬৮	০.০৬	--
২৮.	জামায়াতে ওলামায়ে ফ্রন্ট	৩	১৫.০৭৩	০.০৪	--
২৯.	বাংলাদেশের সামজতান্ত্রিক দল(বাসদ - মাহবুব)	৬	১৩.৪১৩	০.০৪	---
৩০.	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৬	১১.৯৪১	০.০৪	--
৩১.	বাংলদেশ সাম্যবাদী দল	৪	১১.২৭৫	০.০৩	--
৩২.	ঐক্য প্রক্রিয়া	২	১১.০৭৪	০.০৩	--
৩৩.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(মতিন)	৬	১.০৭৩	০.০৩	--
৩৪.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(ন্যাপ-ভাসানী)	৩	৯.১২৯	০.০৩	--
৩৫.	প্রগতিশীল গনতান্ত্রিক শক্তি(প্রগশ)	২	৬.৬৭৭	০.০২	--
৩৬.	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	৬.৩৯৬	০.০২	--
৩৭.	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৮	৩.৩৭১	০.০১	--
৩৮.	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৭	৩.৫৯৮	০.০১	--
৩৯.	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	২	৩.১৮৭	০.০১	--
৪০.	বাংলাদেশ জাতীয় শান্তি দল	৭	৩.১১৫	০.০১	---

Dhaka University Institutional Repository

৪১.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(ইউসুফ)	৮	২.৭৫৭	০.০১	---
৪২.	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	৭	২.৬৬৮	০.০১	--
৪৩.	জাতীয় জনতা পার্টি(শেখ আসাদ)	৭	১.৫৭০	০.০৫	--
৪৪.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	১০	১.৪২১	০.০০৪	--
৪৫.	জাতীয়বাদী গনতান্ত্রিক চাষী দল(জাগচাদ)	১০	১.৩১৭	০.০০৪	--
৪৬.	বাংলাদেশ গন আজাদী লীগ(সামাদ)	১	১.৩১৪	০.০০৪	--
৪৭.	জনশক্তি পার্টি	৪	১.২৬৩	০.০০৪	--
৪৮.	ইসলামি সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ	২	১.০৩৯	০.০০৩	--
৪৯.	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	২	১.০৩৪	০.০০৩	--
৫০.	পিপলস্ ডেমোক্রেটিক লীগ	১	৮৭৯	০.০০৩	--
৫১.	বাংলাদেশ পিপলস লীগ(গরীব-ই-নেওয়াজ)	৫	৭৪২	০.০০২	--
৫২.	জাতীয় মুক্তি দল(জামুদ)	৪	৭২৩	০.০০২	--
৫৩.	বাংলাদেশ জন পরিষদ	৬	৬৮৬	০.০০২	---
৫৪.	মুসলিম পিপলস পার্টি	১	৫১৫	০.০০২	--
৫৫.	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	২	৫০৩	০.০০১	--
৫৬.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	২	৫০২	০.০০১	--
৫৭.	জাতীয়তাবাদী গনতান্ত্রিক দল(জাগদল)	৩	৪৯৬	০.০০১	--
৫৮.	ডেমোক্রাটিক লীগ	১	৪৫৩	০.০০১	--
৫৯.	ধুমপান ও মাদক দ্রব্য নিবারনকারী মানব সেবা সংস্থা(সিপসা)	২	৪৫৩	০.০০১	--
৬০.	জাতীয় তরুন সংঘ	১	৪১৭	০.০০১	--
৬১.	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১	৩১৮	০.০০১	---
৬২.	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল(বামাদ)	৪	২৮৯	০.০০১	--

Dhaka University Institutional Repository

৬৩.	আইডিয়াল পার্টি	১	২৫১	০.০০১	--
৬৪.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(ভাসানী-সাদেকুর রহমান)	১	২৪৮	০.০০১	--
৬৫.	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	১	২৪১	০.০০১	--
৬৬.	বাংলাদেশের ইনকিলাব পার্টি	৩	২১৪	০.০০১	--
৬৭.	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	১	২০২	০.০০১	--
৬৮.	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	২	১৮২	০.০০০৫	---
৬৯.	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	১	১৫৪	০.০০০৫	---
৭০.	বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিকান পার্টি	১	১৩৮	০.০০০৪	--
৭১.	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	১	৩৯	০.০০০১	--
৭২.	জাতীয় শ্রমজীবী পার্টি	১	২৮	০.০০০১	---
৭৩.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(ভাসানী-নূর মো: কাজী)	১	১৭	০.০০০১	--
৭৪.	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি	১	২৫	০.০০০১	--
৭৫.	স্বতন্ত্র	৪২৪	১৪.৯৭.৩৯৬	৪.৩৯	৩
		মোট	২.৭৮৭৩.৪১.০৩.৭৭৭		৩০০

বিঃ দ্রঃ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৩০টি। এর মধ্যে বি.এন.পি. ২৮টি এবং জামায়াত ২টি আসন পেয়েছে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ বি. এন. পি. পেয়েছে মোট ১৪০+২৮টি আসন।

নির্বাচনী তথ্য- মোস্তাফা কামাল, বাংলাদেশের ২৫ বছর, ফাকলী প্রকাশনী।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী পর্যবেক্ষক দল এই নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হয়েছে বলে তাদের মতামত প্রকাশ করলেও এবং সার্কভূক্ত দেশের দল একে উন্নয়নশীল দেশের জন্য "মাইল ফলক" হিসেবে অভিহিত করলেও শেখ হাসিনা এই নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। সংসদে কোন দলেরই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় ফলে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জামাতে ইসলামীর সমর্থনে ২০ শে মার্চ ১৯৯১ মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহন করেন।[৫]

জনগনের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংসদ প্রতিষ্ঠাই ছিল নব্বইয়ের গন অভ্যুত্থানের মূল দাবী। এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে গন আন্দোলন উত্তর নির্বাচিত সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে ১৬ বছরের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস করা হয়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সংসদীয় সরকারের যাত্রা শুরু হয়। প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ন হয় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ।[৬]

১৯৯১ এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদিও মনে করা হয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুষ্ঠু স্বাভাবিক নির্বাচনের ভিত্তি স্থাপিত হল, কিন্তু বি.এন.পি শাসনামলের মিরপুর উপনির্বাচন ও মাগুড়া উপনির্বাচন সেই ভিত্তিমূলে কঠোর আঘাত হানে। শুরু হয় বি.এন.পি শাসনের প্রতি অবিশ্বাস,অসহযোগীতা। এই উপনির্বাচন দুটিকে কেন্দ্র করেই প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন, লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ এবং পরিশেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে ২৮শে ডিসেম্বর '৯৪ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিরোধী দলের ১৪৭ জন এম.পি. একযোগে পদত্যাগ করেন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

২৪শে নভেম্বর '৯৫ প্রধানমন্ত্রী ও সংসদনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরামর্শক্রমে সংবিধানের '৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস সংসদ ভেংগে দেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী '৯৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষনা করা হয়। ভোটার ও বিরোধী দল বিহীন এই নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অত্যন্ত কলংক জনক ঘটনা। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক রক্তক্ষয়ী ঘটনা সংগঠিত হয় এবং বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ অন্যায় ভাবে জেল জুলুমের স্বীকার হয়। অত:পর বিরোধী দলের ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলনের মুখে ৩রা মার্চ খালেদা জিয়া রেডিও টিভিতে এক ভাষনে ৩ দফা প্রস্তাব পেশ করেন।

১। ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচন কালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে।

২। ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশনে এ বিষয়ে সংশোধনী বিল আনা হবে।

৩। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।[৮]

অত:পর অনেক আন্দোলন সংগ্রামের পরে ৩০শে মার্চ '৯৬ বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন এবং তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শপথ গ্রহন করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তব্যই ছিল সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ৮১ টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহন করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। মোট প্রার্থী ছিল ২,৫৬৯ জন। সত্যিকারের এক মহোৎসবের পরিবেশে সারাদেশে বিপুল

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যক নারী-পুরুষের অংশ গ্রহনের মধ্যদিয়ে শান্তি পূর্নভাবে সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহন সম্পন্ন হয়। [৯]

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন।

১। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	১৪৬+২৭
২। জাতীয়তাবাদী দল	১১৬
৩। জাতীয় পার্টি	৩২+৩
৪। জামাত	৩
৫। জাসদ (রব)	১
৬। ইসলামী ঐক্য জোট	১
৭। স্বতন্ত্র	১
মোট আসন =	৩০০+৩০

বিঃ দ্রঃ এই নির্বাচনে কোন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হননি।

সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আওয়ামীলীগের প্রধান, বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ এর ২৩শে জুন প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করেন এবং সুদীর্ঘ ২১ বছর পর স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী দল আওয়ামীলীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। শুরুতেই এই সরকার নতুন যে শ্লোগানটি নিয়ে আবির্ভূত হয় তা হল ঐক্যমত্যের সরকার গঠন। সেই উদ্দেশ্যেই ভিন্ন দুটি দল থেকে আ.স.ম. আব্দুর রব ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেয়া হয়। তবে এই পদক্ষেপটি বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সফলতার মধ্যে দিয়ে গনতন্ত্রের মহান মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াই ছিল '৯০ এর দশকের রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর গনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

১) স্বচ্ছতা, ২) জবাব দিহিতা, ৩) পরমত সহিষ্ণুতা, ৪)ন্যায় বিচার, ৫) আইনের শাসন, ৬) বিরোধী দলের সঠিক ও কার্যকর ভূমিকা -

কিন্তু এই দশকের রাজনীতিকে বিশ্লেষন করলে ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই দশকের রাজনীতিকে বিশ্লেষন করলে যে বিষয়গুলি সহজেই সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তা হল ঃ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই -

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের রাজনীতি ঃ- অধ্যাপক ড: মুনতাসীর মামুনের মতে, এদেশে গত দু'দশকে অধিকাংশ আন্দোলন হয়েছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের সময় মানুষ হয়ে উঠেছে উদ্দীপ্ত, ভেবেছে পুরনো ভুলত্রুটি ভুলে যাত্রা হবে নতুন ভাবে। কোন দল যদি করেও থাকে ভুল তবে তাও শুধরে নেবে। কোন বারই তা পূরন হয়নি। বৃত্তাকারে ঘুরেছে নিয়তি।

'৯০ এর গন আন্দোলন কালীন সময়ে, তিনজোটের রূপরেখায় এবং নির্বাচনী মেনোফেষ্টোতে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছিল পরবর্তী কোন সরকারই তা পালন করেনি। প্রথমেই আসা যাক, বেগম খালেদা জিয়া সরকারের কথায়-

বিএনপি বা বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন। যে গুলোর জন্য তিনি এবং তার দল জনগনের কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু তিনি তা পালন করেননি। অনেক ছোট খাট প্রতিশ্রুতির কথা বাদ দিলেও ন্যূনতম প্রতিশ্রুতিও তিনি রক্ষা করেননি। প্রথমেই ধরা যাক

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তার প্রতিশ্রুতির কথা- তিনি বলে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুজ্জল রাখবেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, সামান্য ক্ষমতার জন্য তিনি ঘাতকদের রক্ত রঞ্জিত হাতের সঙ্গে হাত মেলালেন এবং ভঙ্গ করলেন প্রথম প্রতিশ্রুতি।[১০]

স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী এবং স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি আওয়ামীলীগও এক্ষেত্রে কম যায় না -'৯১এআওয়ামীলীগ মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে ও যেতে হয় গোলাম আযমের মত মানুষের কাছে দোয়া চাইতে এবং খালেদা জিয়ার সরকার বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামীলীগকে জামাতে ইসলামীর সাথে গোপন বৈঠক ও আঁতাত করতে দেখা যায়। এই সমস্ত কাজই জনগনের সাথে প্রতারনা ও প্রুতিশ্রুতি ভঙ্গের কাজ।

রেডিও টিভির স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নটি খুবই স্পর্শকাতর। এ দুটি মাধ্যম স্বৈরাচারী শাসকরা যে ভাবে ব্যবহার করেছিলেন, গনতান্ত্রিক শাসকরা তা থেকে কম যান না।

শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া এবং রাশেদ খান মেনন আন্দোলনের ঠিক পর মূহুর্তে টেলিভিশনে নীতি নির্ধারক বক্তব্যে বলেছিলেন, টেলিভিশন রেডিওকে স্বয়ত্বশাসন প্রদান করা উচিৎ এবং কি ভাবে তারা তা করতে ইচ্ছুক তার রূপরেখা ও তারা প্রদান করেছিলেন ।

শুধু তাই নয়, তিন জোট ১৯ নভেম্বর যুক্ত ঘোষনায় বলেছিলেন গন প্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্নভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশন সহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বয়ত্ত্ব শাসিত সংস্থায় পরিনত করতে হবে।

উপরন্তু বিএনপি এবং আওয়ামীলীগের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতেও রেডিও টিভির স্বায়ত্ব শাসনের কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু বি.এন.পি এবং আওয়ামালীগ কোন সরকারই তাদের সেই ওয়াদা পূরন

Dhaka University Institutional Repository

করেননি বরং ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং করছেন।[১১]

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন-

(দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত মতিউর রহমানের লেখা থেকে)

"স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়। কোন একটি জনগোষ্ঠীকে সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে দেওয়া হবেনা । স্বায়ত্ব শাসিত কর্পোরেশন হলেই কী তা দেশের উপকারে এসে যায় এ প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করতে হবে।"

এ ভাবেই এরা ক্ষমতায় এসে নিজেদের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়।

পরিশেষে, সংসদীয় গনতন্ত্রের মূল কথাই হল নির্বাচিত জন প্রতিনিধিগন জনগনের প্রতিনিধিত্ব করবেন, সংসদে তাদের কথা বলবেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, তার উল্টোটি। নির্বাচিত হওয়ার আগে তাদের যে চেহারাটি ছিল নির্বাচিত হওয়ার পরে তা একেবারে পাল্টে যায়। তখন আর তারা জনগনের কথা মনে রাখেন না। যে কোন প্রকারে ক্ষমতা দখল, তা টিকিয়ে রাখা এবং নিজেদের আখের গোছানো নিয়ে তারা হয়ে উঠেন মহাব্যস্ত।এ ভাবেই প্রতিনিয়ত এদেশের নিরীহ জনগন শাসকের দ্বারা প্রতারিত ও বঞ্চিত, যা আজকের পৃথিবীর কোন গনতান্ত্রিক দেশেই কাম্য হতে পারেনা।

পরমত সহিষ্ণুতা ঃ

পরমত সহিষ্ণুতার এই ব্যাপারটি সংসদীয় গনতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত জরুরী এবং অত্যাবশ্যকীয় একটি ব্যপার। অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া অন্যের মতামতের ভালমন্দের বিচার করা গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। অথচ বাংলাদেশে সরকারী দল এবং বিরোধী দল সমূহের মধ্যে এই ব্যাপারটি এতটাই গুরুত্বহীন যে তা ছেলে মানুষির পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অন্যের অবদানকে স্বীকার না করা, অন্যের মতামতের গুরুত্ব না দেয়া কোন উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করতে পারে না।

স্বৈরাচারী শাসকদের কথা বাদ দিলেও গনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গনতান্ত্রিক সরকার বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতায় এসে যা যা করলেন তা কতটুকু গনতন্ত্রের শর্তকে পূরন করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে খালেদা জিয়া এবং তার সরকার আওয়ামীলীগকে জাতির সামনে এমন ভাবে উপস্থাপন করতে চাইলেন যে, আওয়ামীলীগের একমাত্র পরিচয় ইসলাম ধর্ম বিরোধী, ভারতের দালাল। অথচ বাংলাদেশ স্বাধীনের ক্ষেত্রে আওয়ামীলীগ এবং দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে অসামান্য অবদান এবং স্বাধীনতা পরবর্তীতে অতিঅল্প সময়ে দেশ গড়ার কাজে তিনি যে কতটা সচেষ্ট ছিলেন সেটা স্বীকার করলে খালেদা জিয়া সরকারের রাজনৈতিক পরিপক্কতারই পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের মধ্যে সেই পরিপক্কতাটুকু আজো অর্জিত হয়নি।

কথায় কথায় আওয়ামীলীগ দেশ বিক্রি করে ফেলেছে বা ফেলছে এ জাতীয় কথা সাধারন জনগনের কাছে কতটা বিশ্বাস যোগ্য হতে পারে তা উনারা ভেবে দেখেন না। একদেশ কতবার বিক্রি করা যায় আর স্বাধীনতার নেতৃত্ব দান কারী দল যে কখনো দেশ বিক্রি করতে পারেনা (শেখ হাসিনা)। অথচ এ জাতীয় কথা বলে প্রতিপক্ষকে হেয় করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা অপরিপক্ক ও অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

অপর দিকে শেখ হাসিনার সরকারও এর চেয়ে কোন অংশে কম যান না । এই সরকারের শুরু থেকেই একমাত্র বক্তব্য পূর্ববর্তী সরকার গুলো কিছুই করে নি। তারা সব ধ্বংস করেছে। কিন্তু একথা গুলো সাধারন জনগন কতটুকু বিশ্বাস করবে তা তারা ভেবে দেখেন না। ছোট একটি উদাহরন দিলেই ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে- (যমুনা সেতু)/ বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু উদ্বোধন কালে শেখ হাসিনা যে ভাষন দিলেন তাতে দেখা গেল এই সেতু নির্মানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং শেখ হাসিনা সেতুটি নির্মান সু-সম্পন্ন করে জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করলেন। কিন্তু '৭৫ পরবর্তী এবং '৯৬ পূর্ববর্তী সরকার গুলোর সেতুটির নির্মানের পিছনে কতটা অবদান ছিল তা তিনি ঘূনাক্ষরেও উচ্চারন করলেন না। তিনি যদি আসল সত্যটি গোপন না করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এত বড় একটি কাজ সু-সম্পন্ন হয়েছে বলে স্বীকার করতেন তাহলে কী বিশ্ববাসী তথা দেশবাসীর নিকট তার মাথা হেট হয়ে যেত নাকি সকলের অবদানের কথা স্বীকার করে নিলে তিনি জাতির কাছে আরো বেশি গ্রহন যোগ্য হয়ে উঠতেন? কিন্তু অত্যন্ত দু:খের বিষয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামীলীগের মত একটি সু-প্রাচীন দলের সভানেত্রী হয়েত শেখ হাসিনা সেই সংকীর্নতাটুকুর উর্ধেব উঠতে পারলেন না। এখানেই তার অদূরদর্শিতার ও অপরিপক্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই সকলই অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

বিরোধীদলের গঠন মূলক ভূমিকা ঃ

সংসদীয় গনতন্ত্রে বিরোধী দল অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন একটি প্রতিষ্ঠান। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ছায়া সরকার হিসেবে কাজ করার কথা। অর্থাৎ বিরোধী দলের উচিৎ সরকারের গঠন মূলক সমালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করা, সরকার কোন ভুল-ত্রুটি করলে তা শুধরে নেয়ার পরামর্শ দেয়া, জাতির কোন সংকট কালে বা কোন গুরুত্ব পূর্ন জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে সরকার কে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগীতা করা। এবং সরকার ও জনগনের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করা, অর্থ্যাৎ জনগনের কোন চাহিদা, অভাব, অভিযোগ, সরকারের নিকট পৌছে দেয়া । কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এ জাতীয় কথা এখানো পর্যন্ত তাত্ত্বিক পর্যায়েই রয়ে গেছে। এর কোন সঠিক বাস্তবায়ন নেই।

এখানে বিরোধী দল মানেই হচ্ছে সরকারের বিরোধীতা করা। সরকার ভাল কাজ করুক আর নাই করুক তারা শুধু বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা করে। '৯১ এর বি.এন. পি. সরকার এবং '৯৬ এর আওয়ামীলীগ সরকার উভয় সরকারের আমলেই কিছু না কিছু ভাল কাজ হয়েছে। কিন্তু কোন আমলেই বিরোধী দলকে বলতে শোনা যায় নি সরকার এই কাজটি ভাল করেছে।উদাহরন হিসেবে বলা যায় - গঙ্গার পানির বন্টন চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি শেখ হাসিনার সরকারের দুটি বড় সাফল্য যা বিশ্ববাসীর কাছে প্রশংসিত হয়েছে । কিন্তু সেখানেও বিরোধী দলকে আমরা বলতে শুনি শান্তি চুক্তি হল ভারতের কাছে দেশ বিক্রির চুক্তি। এ জাতীয় কথা বিরোধী দলের গঠন মূলক সমালোচনার পরিচয় বহন করে না।

অপর দিকে সরকারী দল ও বিরোধী দলকে সবসময় কোনঠাসা করে রাখতে চায়। বিরোধী দলের ন্যায্য দাবী মেটানো এবং বিরোধী দলের গঠন মূলক আচরন প্রদর্শনের পরিবেশ সৃষ্টি করা সরকারী দলের কর্তব্য।

কিন্তু শুরু থেকেই আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর অভাব দেখতে পাই। উদাহরন স্বরূপ আমরা বলতে পারি "বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় '৭৫ পরবর্তী সময়ে হয়তোবা সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ নাও

Dhaka University Institutional Repository

ঘটতে পারতো যদি সেই সময় কোন শক্তিশালী বিরোধী দল থাকতো। আর স্বাধীনতার সাড়ে চার বছর পরেও কোন শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে উঠতে না পারার পিছনেও কিন্তু আমার মতে মুজিব সরকারই দায়ী।

অপর দিকে খালেদা জিয়ার শাসনামলে আমরা দেখতে পাই, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে শেখ হাসিনার যে দাবী ছিল শুরুতেই সেটা মেনে নিলে দেশ ও জাতিকে হরতাল, অবরোধের এত দুর্ভোগ পোহাতে হত না এবং দেশকে এত কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হত না ।

এ জাতীয় আচরন কোন গনতান্ত্রিক দেশের গনতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে কাম্য নয়। এর ফলে দেশ হয় ক্ষতিগ্রস্থ জাতি হয় বিভ্রান্ত। তাই শেখ হাসিনার সরকারের এবং আমাদের সকলের উচিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া তবেই আমরা উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবো।

ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন ঃ

আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই দুটোর এতই অভাব যে মানুষ আস্তে আস্তে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। প্রকাশ্য দিবালোকে খুন, হত্যা, ধর্ষন আজ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

পুলিশী হেফাজতে এখানে ইয়াছমীন, সীমারা ধর্ষীতা অত:পর খুন হয়। অত্যন্ত অন্যায় এবং নির্মম ভাবে রুবেলকে হত্যা করা হয়। প্রগতিশীল চিন্তাধারার অনুসারীরা হয় প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত, সর্বোপরি ডিবি অফিসের ছাদের পানির ট্যাংকে খুন হওয়া মানুষের লাশ পাওয়া যায়। অপরাধীদের বহাল তবীয়তে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় (গড ফাদারদের সহায়তায়)। আর নির্দোষ ব্যক্তিকে ন্যায় বিচারের আশায় বছরের পর বছর জেলে থাকতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এই যদি হয় আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের নমুনা তাহলে সেই দেশে গনতন্ত্র কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে ।

সন্ত্রাস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সন্ত্রাস কথাটি এতটাই জড়িত যে এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিনত হয়েছে। ছাত্র রাজনীতির নামে অস্ত্র ও সন্ত্রাসের দাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ হচ্ছে বিঘ্নিত। '৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের যে গৌরবোজ্জল ইতিহাস ছিল আজ তা হারাতে বসেছে। আর ছাত্র রাজনীতির নামে এদেরকে মদত দিচ্ছে তথাকথিত কিছু রাজনীতিবিদ। ছাত্র সমাজ এদের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ হচ্ছে অন্ধকার নিমজ্জিত ।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের মতে, "আমরা যা আশা করি রাজনীতিবিদরা যদি তাই করতেন তা হলে বাংলাদেশের পরিনতি আজ এরকম হতো না। স্বাধীনতার আগের কথা বাদ দিই, স্বাধীনতার পর থেকে আমরা চেয়েছিলাম রাজনীতিবিদরা দায়িত্ববান হবেন, সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলবেন। কারন, বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তাদের । কিন্তু গত দু-দশকে রাজনীতিবিদেরা একটি বড় অংশ দায়িত্বহীনতার এমন পরিচয় দিচ্ছেন যে সিভিল সমাজের জন্য তা বিব্রতকর হয়ে উঠছে । যারা সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদেরকেও এই অসুস্থতার দায়ভার বহন করতে হচ্ছে । ঐ সব রাজনীতিবিদদের কাছে 'নির্লজ্জ' অভিধাটির আর কোন মানে নেই ।"[১২]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী যখন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন তখন অনেক সময় তিনি এমন সব মন্তব্য করতেন যার দ্বারা তিনি তার নিজের সমর্থকদের দ্বারা পর্যন্ত সমালোচিত হতেন। কালক্রমে তার বক্তৃতা বিবৃতিতে সংযম এসেছে, তবুও তিনি অনেক সময় এখনো এমন সব মন্তব্য করেন যা সাধারন জনগন করতে পারে কিন্তু একটি দেশের প্রধান মন্ত্রী নয়।

যেমন- '৯৬ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচন সম্পর্কে বি. বি. সি. মন্তব্য করেছিল- "ফাঁকা মাঠে গোল করার সুযোগ পেয়েও বাড়াবাড়ী করে বিএনপি নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছে।"[১৩] (১৯/০২/'৯৬) কিন্তু তা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা বিএনপি কে ভোটচোর বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা অনভিপ্রেত।

আবার, বর্তমানে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম জিয়া ও বি.এন.পি নেতৃবৃন্দ নতুন সংসদ বসার প্রথম দিন যে আচরন করেছেন তাতে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল । সেদিন তিনি চুপ বেয়াদ্দপ বলে এমন ভাবে চেঁচিয়ে ছিলেন যে সবার মনে হয়েছিল তিনি তার কোন গৃহভৃত্যকে ধমকাচ্ছেন। মুহূর্তে তার ভাবমূর্তিতে দাগ পড়েছিল। একটা দলে নেতা নেত্রীদের ভাষা থেকেই দলটির চরিত্র সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

যেমন - উদাহরন হিসাবে বলা যায় -

১। "আপনার বাবা দেশ পরিচালনা করেছেন। তার যে পরিনতি হয়েছে, আপনার জন্যও সেই পরিনতি অপেক্ষা করছে"।[১৪]

(তরিকুল ইসলাম .সংবাদ .১২/১০/৯৬)

২। "জাতীয় সংসদে মিথ্যা কথা বলে উন্মাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম যে অন্যায় করেছেন তার একমাত্র শাস্তি হবে তার জিহ্বা কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে হবে।"[১৫]

(হাবিবুর রহমান হাবিব .দৈনিক সংবাদ, ১৩/১০/'৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

এজাতীয় শালীনতাহীন মন্তব্য করে থাকেন আমাদের এই দেশের রাজনীতিবিদরা যা কোন সভ্য দেশের জনগনের প্রত্যাশা নয়। এর সাথে বেগম জিয়ার বক্তব্য আরো একধাপ এগিয়ে-

উদাহরন স্বরূপ -

১। আওয়ামীলীগ নির্বচনের আগে ওয়াদা করে ছিল এ দেশকে ভারতের প্রদেশে পরিনত করবে।[১৬] (সংবাদ -১২/১১/৯৭)

তিনি এবং তার দল ছাড়া আর কেউ এটি জানেন কিনা জানি না।

২। চট্টগ্রামের উপর ভারতের লোভ অনেক দিনের । ভারত ভোট চুরিতে সাহায্য করে এ সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। [১৭] (সংবাদ.১৪/১১/৯৭)।

তার এই উক্তি তত্ত্বধায়ক সরকার ও তার উপদেষ্ঠাদের জন্যে অপমান স্বরূপ, আমাদের জন্য তো বটেই।

৩। সরকারের আসল উদ্দেশ্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ভারতের হাতে তুলে দেয়া।[১৮] (সংবাদ.১১/১১/৯৭)।

এজন্য তারা ফারাক্কা চুক্তি করেছে এবং তা বাস্তবায়ন হয়নি। পূর্বে যে পরিমান পানি এসেছে চুক্তির পরে তাও আসেছে না। ফেরি জাহাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।[১৯] (সংবাদ. ১০/১১/৯৭)।

অথচ ভারতীয় হাইকমিশনারের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় - ১৯৯৭ এর মার্চ - মে. মোর্ট ১১-২০ মোট প্রবাহ ৫৭.৬৯০ কিউসেক। বাংলাদেশের প্রাপ্য ৩৫.০০০, পেয়েছে ৩৫.০২৮।

এপ্রিল ১১-২০ মোট প্রবাহ ৫৪.৫২৬ কিউসেক। বাংলাদেশের প্রাপ্য ১৯.৫২৬, পেয়েছে ২৫.৬১৩।

মে ১১-২০ মোট প্রবাহ ৬৬.০৫৫ কিউসেক। বাংলাদেশের প্রাপ্য ৩৩.০২৭, পেয়েছে ৩৩.০২১।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া স্থানীয় জনগন ও জেলেদের কাছ থেকে ও জানা যায় চুক্তির পরে পানির পরিমান বেড়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক কোন বিষয়ে কোন বক্তব্য যখন কেউ প্রদান করে তখন তা তথ্য নির্ভর হওয়া উচিত । তা না হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ভাব মূর্তি বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের দেশের নেতা নেত্রীরা হয়তোবা এসবের তোয়ক্কাই করেন না। তাই তো যখন যা মনে আসে তাই বলে ফেলতে পারেন। কিন্তু এ সকল আচরন উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চ্চার মধ্যে পড়ে না। তাইতো রাসেল বলেছেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দর মধ্যে সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া উচিত, যে পরিস্থিতিতে মত ও পথের দুটি ধারা সমান্তরাল চলতে পারে, সংঘর্ষে না গিয়ে। কিন্তু সংঘাত সহিংসতা আজ বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা অনুসারে জাতীয় সংসদ হচ্ছে সকল প্রকার রাজনৈতিক আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের পবিত্রতম স্থান। অথচ দেখা যায় সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সেটি পরিনত হয় প্রতিপক্ষের সাথে অশালীন ভাষায় বাক যুদ্ধ ক্ষেত্রে। কথায় কথায় ওয়াক আউট, সংসদ বর্জন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মনে হয় যেন রাজপথই সকল সমস্যা সমাধানের স্থান।

বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্টে জানা যায় -

রাজপথে সংঘাতের রাজনীতির কারনে বাংলাদেশে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের প্রতি জনগনের আস্থা, দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রিপোর্টে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়, আগামী সাধারন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সংঘাত আরো বাড়বে। সংঘাতময় এই রাজনীতির বলির শিকার হবে দেশের সংস্কার কর্মসূচী।

রিপোর্ট আরো বলা হয়, গত বছর থেকেই রাজপথের সংঘাতময় রাজনীতি শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হচ্ছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তাদেরকে কথা বলতে দেয়া হয়না যুক্তি দেখিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়ই সংসদ বর্জন করছে। ফলে জাতীয় কোন ইস্যুতে বিতর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ কার্যত: অকেজো হয়ে পড়ছে।[২১] (সংবাদ; ২৯/০৪/'৯৯)।

১৯৯১ থেকে বর্তমান রাজনীতি সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পর্বে জানা যায়, ১৯৯১সনের নির্বাচন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের এটি একটি তুল্য পরিমাপ ও মাইলফলক। সেই সূত্রে ধরে ১৯৯৬ এর নির্বাচন এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম একটি নির্বাচিত সরকার আরেকটি নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে (মুনিরুজ্জামান, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ) এটি অবশ্যই উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে সবাই একবাক্যে একমত যে, এদেশে যেহেতু রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্বাস বিদ্যমান তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারনাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী, যা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশ গুলির জন্যও এটা দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এই দশকের রাজনীতির শুরুই গনতান্ত্রিক সাংবিধানিক পদ্ধতিতে এবং সরকার পরিবর্তন ও হয়েছে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ও কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। যে কোন গুরুত্ব পূর্ন জাতীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক উপায়েই সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে শেখ হাসিনা সরকারের বিমান বাহিনীর জন্য মিগ-২৯ ক্রয় নিয়ে প্রধান মন্ত্রী যে প্রশ্নের সম্মুখীন হন তা থেকেই বোঝা যায় এটি গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়ই সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। এমাজউদ্দীন আহমদ,"গনতন্ত্র ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা" অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, *বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্র: প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা*,করিম বুক কর্পোরেশন, মে-১৯৯২, পৃ-১।

২। এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত।

৩। এ.কে, এম, শহীদুল্লাহ, "বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন ১৯৯১", প্রাগুক্ত, পৃ-১৬।

৪। গিয়াসউদ্দিন মোল্যা, " বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্রের পুন: প্রবর্তন", *ঢাকা বিশ্বঃ পত্রিকা*, সংখ্যা - ৪২, ফেব্রুয়ারী -১৯৯২, পৃ-১১১।

৫। একতা, ১৫ ই মার্চ, ১৯৯১ ইং।

৬। গিয়াসউদ্দিন মোল্যা, প্রাগুক্ত, পৃ-১১২।

৭। মোস্তফা কামাল, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা*, কাকলী প্রকাশনী, পৃ-১২৫।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৫।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ-১৪০।

১০। মুনতাসির মামুন, " প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পালা", *বাংলাদেশের রাজনীতিঃ একদশক (১৯৮৮-'৯৮)*, অনন্যা, মার্চ-১৯৯৯, পৃ-১২৪-২৫।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ-১২৬।

১২। মুনতাসির মামুন, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি", প্রাগুক্ত, পৃ-৭৯৮।

১৩। ১৯/২/৯৬, বি.বি.সি. এর সংবাদ থেকে-।

১৪। সংসদ অধিবেশন- ১২/১০/'৯৬ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। সংসদ অধিবেশন- ১৩/১০/'৯৬ ইং।

১৬। দৈনিক সংবাদ, ১২/১১/'৯৭ ইং ।

১৭। দৈনিক সংবাদ, ১৪/১১/৯৭ ইং।

১৮। দৈনিক সংবাদ, ১১/১১/৯৭ ইং

১৯। দৈনিক সংবাদ, ১০/১১/৯৭ ইং

২০। মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ-৮০০।

২১। দৈনিক সংবাদ, ২৯/০৪/৯৯ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ≈ চার

রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

একটি জাতীয় সাপ্তাহিকের একটি রিপোর্টে দেখানো হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের সংখ্যা প্রায় ১৭৬ টি।[১] [সাপ্তাহিক রাজপথ; ২৮ নভেম্বর ১৯৯৪ইং] রাজনৈতিক দলের এই অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্য এখানকার দলীয় রাজনীতিতে বিরাজমান কোন্দল ও বিভক্তিরই সাক্ষাত প্রতিফলন যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে- K.B.Sayed তার "Pakistan; the Formative Phase" গ্রন্থের ২৩০ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, "বৃটিশ শাসনের শেষ দিকে যখন মুসলিমলীগ একটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য লাভে সক্ষম হয় এবং সংসদীয় রাজনীতির কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে তখন থেকে এ অঞ্চলে শুরু হয় বিভেদের রাজনীতি"।[২] তার পর থেকে এ উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে অনেক পট পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু রাজনৈতিক দল গুলোর ভাঙ্গনের সানাই থেমে থাকে নি। উপদলীয় কোন্দল ও দল ভাঙ্গার রাজনীতির তেমন কোন সংগা নেই বললেই চলে। তবে সাধারন ভাবে বলা যায় একটা রাজনৈতিক দলে এর নীতি কিংবা কর্মসূচির কোন এক বা একের অধিক ব্যাপারে মতানৈক্য থেকে কিংবা দলের সাংগঠনিক কাঠামোর শৃংখলা বিনষ্ট হলে অথবা দলের ভিতরে বা বাইরে পদ ও সুযোগ লাভের প্রতিদ্বন্দিতা একটা মাত্রা ছাড়ালে উক্ত দলের অভ্যন্তরে ভিন্নমত পোষনকারী যে ক্ষুদ্র গ্রুপ বা গোষ্ঠী বিকশিত হয় সেটাকে Faction বা উপদল বলে।[৩]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপদলীয় কোন্দল ও ভাঙ্গনের যে সীমাহীন প্রক্রিয়া চলছে তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র পরবর্তীতে সন্নিবেশিত হল। কিন্তু তার পূর্বে যদি আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপদলীয় কোন্দলের কারন সমূহ আলোচনা করি তাহলে বিষয়টি অধিকতর প্রনবন্ত ও ধারাবাহিকতা লাভ করবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে

Dhaka University Institutional Repository

উপদলীয় কোন্দল ও ভাঙ্গনের যে সীমাহীন প্রক্রিয়া চলছে তার কারন হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয় গুলোকে উল্লেখ করা যায়।

(ক) অর্থনৈতিক কারন ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপদলীয় কোন্দলের একটি অন্যতম কারন হল অর্থনৈতিক কারন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনিক পুঁজি লগ্নি পুজির সাম্রাজ্য বাদের মুৎসুদ্দি হিসেবে দৌরত্ম করলেও তারা শ্রেনীগত ভাবে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী নয়। তাদের অর্থনীতি আশ্রিত, নির্ভরশীল । সেটার কোন স্থিতিশীল ভিত্তি নেই। কাজেই এ দেশে তাদের রাজনীতিতে ও স্থিতিশীলতা দৃঢ়তা নেই। সে জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন্দল ও রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গনে অস্তিত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক।

(খ) তত্ত্বগত বিরোধ ঃ কেবল বাংলাদেশের সমাজ ও শ্রেনী বিশ্লেষন প্রসঙ্গে বা এখানকার "মোড অব প্রডাকশন" নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে যত দল, মত, পথ ও পন্থার উৎপত্তি ঘটেছে তার হিসেব করা দুঃসাধ্য। এ ব্যাপার দেশীয়, জাতীয় ও স্বকীয় বিশ্লেষন ছেড়ে আন্তর্জাতিক লাইনের ও বিশ্লেষনের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্যও ডেকে এনেছে বহু বিভাজনকে।

(গ) মৌলিক নীতিমালায় ব্যাপারে অনৈক্য ঃ মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে ঐক্যমত্য না থাকলে প্রায়শঃই সমঝোতা সহশীলতার অভাব, বিচ্ছিন্ন চিন্তা, অস্থীরতা ইত্যাদির প্রাধান্য পেয়ে যায়। ফলে উৎসাহিত হয় দলভাঙ্গার রাজনীতি।

(ঘ) রাজনীতিক ক্ষমতার ব্যবহার ও ক্ষমতায় লোভ ঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করার ইচ্ছা, প্রবনতা ও ক্ষমতার লোভও

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপদলীয় কোন্দল ও দল ভাঙ্গার পেছনে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। একজন বিশ্লেষকের মতে " বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দলের সরকারী ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে সে দলের নেতা কর্মীদের সামনে প্রচুর সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ফলে প্রায়ই দেখা যায় দলছুট নেতা কর্মীদের সরকারী দলে ভীড় জমানোর হিড়িক। এমন অনেক দল আছে যারা নিজেদের দল সম্পর্কে হতাশ। তারা নিজেদের দলীয় অস্তিত্ব বিলোপ করে অথবা সে দলের কোন কোন নেতা স্বীয় সমর্থকদের সাথে নিয়ে সরকারী দলে যোগ দেন। এ কাজটি করার সময় তারা পূর্ববর্তী দলে যেমন কোন্দল সৃষ্টি করে বের হন, তেমনি সরকারী দলে গিয়ে সৃষ্টি করে আরেকটি Faction বা উপদল।"[৪]

(ঙ) ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি মাত্রাধীক ব্যক্তি নেতৃত্ব কেন্দ্রিক ও ক্যারিজমা পীড়িত। এই ধাঁচের রাজনীতিতে ব্যক্তি নেতাকে কেনদ্র করে দলীয় রাজনীতি আবর্তিত হয় ফলে ব্যক্তি নেতার স্নেহ ধন্য হওয়ার প্রতিযোগিতার নিমিত্তে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ একাধিক উপদলের সৃষ্টি করেন যা এক সময় দলের ভাঙ্গন পর্যন্ত গড়ায়।

(চ) রাজনৈতিক দলে গনতন্ত্রহীনতার অভিযোগঃ গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্যই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের ভিতরই গনতন্ত্রের চর্চা অনুপস্থিত। ফলে দেখা গেছে দলে গনতন্ত্রহীনতার অভিযোগ এনে দলে বড় ধরনের ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখিত কারন গুলো ছাড়াও -

১। রাজনৈতিক দল সমূহের জনবিচ্ছিন্নতা,
২। রাজনৈতিক দল সমূহের অপরিনত কাঠামো
৩। নেতৃত্বের সংকট।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল সমূহের আভ্যন্তরীন কোন্দল ও ভাঙ্গনের পিছনে ছায়া।

এবার বিভিন্ন শাসনামলের বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল সমূহের উপদলীয় কোন্দল ও ভাঙ্গন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

উপদলীয় কোন্দল ও ভাঙ্গনঃ (পাকিস্তান আমল ১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম লাভের পূর্বেই মুসলীমলীগের ভিতর তিনটি উপদলের জন্ম হয়।

১। সোহরাওয়ার্দী উপদল।

২। ফজলুল হক উপদল।

৩। নাজিমুদ্দীন উপদল।[৫]

সোহরাওয়ার্দী উপদলটি ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক, শহুরে ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনী ভিত্তিক। ফজলুল হক উপদলটি কৃষকদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এবং নাজিমুদ্দীন উপদলটি রক্ষনশীল ও সামন্ত জমিদার শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করতো।

স্বাধীনতার পরে একমাত্র নাজিমুদ্দীন উপদলটি প্রাদেশিক মুসলিমলীগের কর্তৃত্ব দখল করে, ফলে স্বভাবতঃই বাকী উপদল দুটি নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই বিতাড়িত অংশের সিংহভাগ নেতাকর্মী মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠন করেন আওয়ামী মুসলিমলীগ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এ সংগঠনের অন্যতম সংগঠক। তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের আহ্বায়ক ছিলেন।[৬]

পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলীমলীগ নাম থেকে মুসলিম শব্দটা কেটে দিয়ে একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলেও আওয়ামীলীগের ভাঙ্গন রোধ করা যায় নি। ১৯৫৭ সালে কাগমারী

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনে দলের বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে মতদ্বৈততা প্রকাশ করে মাওলানা ভাসানী ও আরো কিছু সংখ্যক বামপন্থী নেতা আওয়ামীলীগ থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাপ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম দেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারীর চার বছর পরে কয়েকটি রাজনৈতিক দল আত্ম প্রকাশ করে। এর মধ্যে ১৯২০ সালে গঠিত ভরতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শের অনুসারীরা মনিসিংহ ও মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হন। কিন্তু এ প্রক্রিয়া বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। চার বছরের মধ্যেই অভ্যন্তরীন কোন্দলে (তোয়াহা) এর জন্ম হয়।

অপর দিকে এ সময় খোদ মুসলিমলীগেও আবারো ভাঙ্গনের সানাই বেজে উঠে। এ প্রক্রিয়া '৬২ সালের সেপ্টেম্বরে করাচীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের এ কনভেনশনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিজস্ব রাজনৈতিক দল হিসেবে কনভেনশন মুসলিম লীগের জন্ম হয়। অপর দিকে এর বিরোধীরা কাউন্সিল মুসলিমলীগ গঠন করেন।

এ সময় আদর্শগত কারনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপে ও ভাঙ্গন দেখা দেয়। দলের মধ্যে মস্কোপন্থী ও পিকিং পন্থীরা আলাদা হয়ে যায়। ইতি পূর্বে ১৯৬৫ সালে ভেঙ্গে যাওয়া বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের মস্কো পন্থী গ্রুপ (মতিয়া চৌধুরী) মস্কোপন্থী ন্যাপকে সমর্থন দিলে ছাত্র ইউনিয়নের পিকিং পন্থী গ্রুপও (মেনন) পিকিং পন্থী ন্যাপকে সমর্থন দেয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি সিরাজ সিকদার ১৯৬৮ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর "পূর্ব বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন" নামে একটি বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করে। ১৯৭১ সালে এ গ্রুপটি পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে তোয়াহার নেতৃত্বাধীন EPCP মুক্তি যুদ্ধ প্রশ্নে ৪/৫ টি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। দেবেন শিকদার, মতিন -

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্দীন, অহিদুর রহমান, সুখেন্দু দস্তিদার প্রমুখের নেতৃত্বাধীন এ উপদলগুলো মুক্তিযুদ্ধে বহু মুখী ভূমিকা পালন করে।

উপদলীয় কোন্দল ও ভাঙ্গনঃ শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপদলীয় কোন্দলের প্রথম প্রকাশ ঘটে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জন্ম লাভের মাধ্যমে। এ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কালীন সময়ে মার্কসবাদী - বামপন্থী দল সমূহের ভাঙ্গন ও বাংলাদেশের উপদলীয় কোন্দলের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থাপতি শেখ মুজিবর রহমানের শাসনামলের প্রারম্ভেই খোদ আওয়ামীলীগে ভাঙ্গন দেখা দেয়। এসময় সিরাজুল আলম খানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে জন্ম হয় জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল জাসদের।[৭]

এ সময় বামপন্থী মার্কসবাদী দলগুলোর মধ্যেও কোন্দল অব্যাহত ছিল। মতিন- আলাউদ্দিন ও দেবেন - শিকদারের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে গঠিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে দলের ভূমিকার মূল্যায়ন জনিত সমস্যার কারনে সৃষ্ট এই তিনটি উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন- দেবেন-শিকদার, আবুল বাসার, অহিদুর রহমান এবং মতিন আলাউদ্দিন।[৮]

আবার ১৯৭৪ সালে তত্ত্বগত বিরোধের ফলে মতিন আলাউদ্দিন উপদল ভাঙ্গন ধরে। এ সময় মুনিরুজ্জামান - তোয়াহার নেতৃত্বে একটি উপদল চারু মজুমদারের লাইন গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

উপদলীয় কোন্দল ও ভাঙ্গনঃ প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনামল

১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। বস্তুত: '৭৫ এর ৭ ই নভেম্বর থেকেই তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একচ্ছত্র অধিকর্তা হিসেবে আসীন হন। ১৯৭৭ এর ২১ শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়েই তিনি ঘোষনা করলেন " I will make the politics difficult." সত্যিই তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিকে জটিল করেছিলেন দল ভাঙ্গার রাজনীতিকে উৎসাহিত করে।

জিয়ার শাসনামলে উপদলীয় কোন্দল ও দল ভাঙ্গার রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে আওয়ামীলীগ। '৭৬ এর পিপি আর অধীনে আব্দুল মালেক উকিল ও আব্দুর রাজ্জাকের স্বাধীন আওয়ামীলীগের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে ১৯৭৮ এর মধ্যে দল থেকে দুটি উপদল বেরিয়ে যায়। এর একটির নেতৃত্ব দেন মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং অপর উপদলটির নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক আওয়ামীলীগ নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজী। উভয় উপদলই আওয়ামীলীগের নামে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করে। পরে এর থেকে কিছু সংখ্যক জিয়ার বি. এন. পি. তে যোগ দেয়। '৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর মস্কোপন্থী ন্যাপ তিন ভাগে ভাগ গুয়ে যায়। ১৯৭৮ সালে ন্যাপের এই তিন অংশের নাম ছিল ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ(হারুন - পংকজ), ও জাতীয় একতা পার্টি (সুরঞ্জিত)। এ ছাড়া জিয়ার শাসনামলে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে যোগদানের প্রশ্নে ইউ.পি.পি. কাজী জাফর, ও মেনন - রনো- অমল সেনের নেতৃত্বে দুই ভাগে ভগ হয়ে যায়। মেনন- রনোর নেতৃত্বে গঠিত হয় ওয়ার্কার্স পার্টি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382791

Dhaka University Institutional Repository

উপদলীয় কোন্দল ঃ এরশাদ শাসনামল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো উপদলীয় কোন্দলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে এরশাদ শাসনামলেই। এ সময় আওয়ামীলীগ ও বি. এন. পি. দুটি বড় ধরনের ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। '৮৩ সালের প্রথম দিকে হুদা - মতিনের নেতৃত্বে বি. এন. পি. এর আনুষ্ঠানিক ভাঙ্গন শুরু হয়। অপর উপদলটি এসময় সাত্তার - বদরুদ্দোজা ও শাহআজিজের নেতৃত্বে সমাসীন ছিল। এই ভাঙ্গনের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হুদা-মতিন উপদল থেকে বেড়িয়ে বি.এন.পি. (দুদু) ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল (নীলু) জন্ম লাভ করে। ১৯৮৭ সালে বি. এন. পি . মহাসচিব ওবায়দুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি বি.এন.পি. গঠিত হলে এ দলটি একটি বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

অসংখ্য ভাঙ্গনের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আওয়ামীলীগ ১৯৮৬ সালে এসে আবারো ভাঙ্গে। শেখ মুজিব তনয়া শেখ হাসিনাকে সভানেত্রী করার প্রতিবাদে ও রক্তের উত্তরাধিকারের পরিবর্তে আদর্শের উত্তরাধিকারের শ্লোগান তুলে আব্দুর রাজ্জাক ও মহিউদ্দীন আহমেদ ১৯৮৩ সালে বাকশাল গঠন করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই উপমহাদেশ অথবা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল উত্তরাধিকর সূত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভ। এরশাদ শাসনামলে সবচেয়ে বিভক্ত হয় জাসদ। আদর্শগত মতানৈক্যের কারনে ১৯৮৩ সালে জাসদের বিপ্লবী কর্মীরা আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক ও খালেকুজ্জামান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ গঠন করেন। ১৯৮৬ সালে এসে বাসদ ও ভেঙ্গে যায়। ১৯৮৫ সালে জাসদের সাধারন সম্পাদক আ.স.ম. আব্দুর রব দল থেকে বের হয়ে জাসদ (রব) গঠন করেন। '৮৬ সালের নির্বাচন প্রসঙ্গে জাসদ আবার ভাঙ্গে। এর একদিকে থাকে হাসানুল হক ইনু অন্য দিকে নির্জা সুলতান রাজা ও শাহজাহান

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজ। '৮৮ সালে রাজা - সিরাজ উপদলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে মির্জা সুলতান সাজা প্রথমে জাসদ (রাজা) ও পরে জনতা মুক্তি পার্টি গঠন করেন। এখন পর্যন্ত জাসদ (ইনু) জাসদের মূল ধারা হিসেবে টিকে আছে।

তা ছাড়া মৌলবাদী ও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল সমূহ এরশাদ শাসনামলে অসংখ্য ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়।

উপদলীয় কোন্দল ঃ খালেদা জিয়ার শাসন কাল

স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে একটি গনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা বর্তমান থাকলেও খালেদা জিয়ার শাসনামলে ও উপদলীয় কোন্দলও দল ভাঙ্গার রাজনীতি অব্যাহতই ছিল। খালেদা জিয়ার শাসনামলে দলভাঙ্গার রাজনীতির উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আওয়ামীলীগ থেকে ডঃ কামালের নেতৃত্বাধীন অংশের গনফোরাম গঠন ও জাতীয় পার্টির হুদা মতিনের নেতৃত্বে আরেকটি জাতীয় পার্টির সৃষ্টি। তা ছাড়া মস্কো পন্থী সিপিবি ও ন্যাপের (মোজাফফর) ভাঙ্গন এ সময়কার আরো দুটি সংযোজন।

উপদলীয় কোন্দল ও দল ভাঙ্গার রাজনীতিঃ শেখ হাসিনার শাসনামল

দলছুট রাজনীতিকে উৎসাহি করার ক্ষেত্রে বর্তমান শেখ হাসিনার শাসনামলের কৌশল হচ্ছে অত্যন্ত অভিনব। ঐকমত্যের সরকার গঠনের নামে বিভন্ন রাজনৈতিক দল থেকে এনে মন্ত্রীত্ব দান দলছুট রাজনীতিকেই উৎসাহিত করে। একথা সত্যি যে, এতে করে দলের এবং ব্যক্তির কারোরই আদর্শ ঠিক থাকে না। মানুষ হয় ক্ষমতা লোভী এবং দেশ ও জাতি হয় ক্ষতি গ্রস্থ।

শেখ হাসিনার শাসনামলে সবচেয়ে বড় ভাঙ্গন দেখা দেয়জাতীয় পার্টিতে। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও মিজান চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির বিভক্তিই তা প্রমান করে। আর দল বদলের রাজনীতি যে

Dhaka University Institutional Repository

ভয়াবহ রূপে বাংলাদেশ রাজনীতিতে বিদ্যমান তা ছোট একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

সিরাজুল হোসেন খানের বিএনপিতে যোগদান প্রসঙ্গে "সংবাদে" অনিরুদ্ধ লিখেছেন- " জাতীয় পার্টিতে যোগদানের পূর্বে তিনি এরশাদ বিরোধী এক জনসভায় বলেছিলেন যে, এরশাদ তুমি বাষ্টর্ড। তিনি ঐ বক্তৃতার একদিন পরেই এরশাদ মন্ত্রী সভায় যোগ দিয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী হন। শোনা কথা, মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে যোগদানের জন্য কক্ষে প্রবেশ কালে এরশাদ মন্ত্রী সভার একজন সদস্য ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, "হিয়ার কামস এ্যানাদার বাষ্টার্ড"।[৯] সদ্য মন্ত্রীত্ব প্রাপ্ত বামপন্থী নেতা নাকি এটা শুনে স্মিত হাসি হেসেছিলেন। [সংবাদ-২৩/৫/৯৭]

সাম্প্রতিক কালে, বাংলাদেশে এই দল বদলের সংস্কৃতি দেশের সামাজিক., সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মূল্য বোধের ভিত্তিমূলে আঘাত হানছে।[১০] উপদলীয় কোন্দল, দল ভাঙ্গা ও দল ছুট রাজনীতি বাংলাদেশের সর্বাত্মক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে, যা আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় সংকট ও দুর্দশা ডেকে আনছে এবং যা অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে সঠিক ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা নিশ্চিত করা। তবে এখন মনে হচ্ছে এই দলছুট ও দল বদলের রাজনীতির দুষ্ট চক্র থেকে আমাদের পরিত্রানের সময় এসেছে, যা সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ গত ৮ই ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ-৭ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপি এর দলছুট নেতা আওয়ামীলীগ প্রার্থী হাসিবুর রহমান স্বপনের নির্বাচনে হেরে যাওয়া থেকে প্রমানিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপদলীয় কোন্দল জনিত কারনে ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার গানিতিক চিত্র। প্রধান প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দল।

পরিসংখ্যানগত অবয়ব সংক্ষিপ্ত ও Systematic রাখার সুবিধার্থে আমরা বাংলাদশের রাজনৈতিক দল সমূহকে চারটি মৌলিক অধ্যায়ে ভাগ করতে পারি। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে বামপন্থী রাজনৈতিক দল সমূহঃ কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ ও সর্বহারা পার্টি, এই তিনটি দলকে আলোচ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল সমূহঃ এ পর্যায়ে আওয়ামীলী ও জাসদকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের হাতে গড়া রাজনৈতিক দলে রয়েঠে বি. এন.পি. ও জাতীয় পার্টি

সর্ব শেষে মুসলিম মডারেট ধারার মৌলবাদী দল সমূহের সধ্যে মুসলিমলীগ, জামাতে ইসলামী ও খেলাফত আন্দোলনকে আলোচ্য পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দলের নাম	প্রথম ভাঙ্গন	দ্বিতীয় ভাঙ্গন	তৃতীয় ভাঙ্গন	চতুর্থ ভাঙ্গন	পঞ্চম ভাঙ্গন	ষষ্ঠ ভাঙ্গন
পুর্বপাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি(পরবর্তীত সি.পি. বি) ১৯৬২	EPCP (তোয়াহা) ১৯৬৬	সি.পি.বি. (রূপান্তর) ১৯৯৩	কমিউনিষ্ট (অজয় - বরুন) ১৯৯৪			
EPCP (তোয়াহা) ১৯৬৬	সাম্যবাদী দল পরবর্তীতে ১৯৭৬	সাম্যবাদী দল (দিলীপ বড়ুয়া) ১৯৮৪	সাম্যবাদী দল (আব্বাস ১৯৮৫	বাংলাদেশ জন মুক্তি পার্টি (মাহফুজ) ১৯৮৮	গনতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট (উমর) ১৯৮৮	ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন) ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাপ (ভাসানী) ১৯৫৭	ন্যাপ মোজাফফর ১৯৬৭	ন্যাপ (আলেমা ভাসানী) ১৯৭৬	ন্যাপ (খালেক)	ন্যাপ (সেলিম)	ন্যাপ (নুরু)	ন্যাপ (মজিবর এডভো কেট)
ন্যাপ (মোজাফফর) ১৯৬৭	এন.এ.পি. (হারুন-পংকজ) ১৯৭৮	এন.এ.পি ১৯৮৬	জাতীয় একতা পার্টি (সুরঞ্জিত	গনতন্ত্রী পার্টি ১৯৮৯		
সর্বহারা পার্টি সিরাজ শিকদার) পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ১৯৬৮	সর্বহারা পার্টি পূর্ব বাংলার ১৯৭১	পূ:বা:স: পা:	পূ:বা:স: পা: অস্থায়ী পরিকল্পন া কমিটি (জিয়াউদ্দিন ১৯৭৫	পূ:বা:স: পা:(মা:-লে:)(আ ব্দুস সালাম)১ ৯৮৩	পূ:বা: ওয়ার্কার্স পা:(শিবু) ১৯৮৪	বাংলাদে শ সর্বহারা পার্টি (কামরু ল)১৯৮ ৭

বামপন্থী রাজনৈকিত দল সমূহের ভাঙ্গন চিত্র

দলের নাম	প্রথম ভাঙ্গন	দ্বিতীয় ভাঙ্গন	তৃতীয় ভাঙ্গন	চতুর্থ ভাঙ্গন	পঞ্চম ভাঙ্গন
আওয়ামী লীগ ১৯৪৯	ন্যাপ ১৯৫৭	জাসদ ১৯৭২	ডেমোক্রেটিক লীগ (মোশতাক) ১৯৭৫	আওয়ামী লীগ (মালেক) ১৯৭৭	আওয়ামী লীগ (মিজান) ১৯৭৮
ষষ্ঠ ভাঙ্গন	সপ্তম ভাঙন	অষ্টম ভাঙন	নবম ভাঙন	দশম ভাঙন	
আওয়ামীলীগ (ফরিদ গাজী) ১৯৭৮	গন আজাদী লীগ (মাওলানা তর্ক বাগীস ১৯৭৬	জাতীয় জনতা পার্টি (ওসমানী ১৯৭৬	বাকশাল (রাজ্জাক-মহিউদ্দিন) ১৯৮৪	গন ফোরাম (ডঃ কামাল) ১৯৯৩	

Dhaka University Institutional Repository

দলের নাম	প্রথম ভাঙ্গন	দ্বিতীয় ভাঙ্গন	তৃতীয় ভাঙ্গন	চতুর্থ ভাঙ্গন
জাসদ ১৯৭২	জাসদ (আউয়াল) ১৯৭৮	বাসদ (খালেক) ১৯৮৫	বাসদ (মাহবুব) ১৯৮৬	জাসদ (রব) ১৯৮৬
পঞ্চম ভাঙ্গন	ষষ্ঠ ভাঙ্গন	সপ্তম ভাঙ্গন	অষ্টম ভাঙ্গন	
জাসদ (সিরাজ) ১৯৮৬	জাসদ (ইনু) ১৯৮৬	জাসদ ( ) ১৯৮৮	জনতামুক্তি পার্টি ১৯৮৯	

জাতীয়তাবাদী রাজনৈকিত দল সমূহের ভাঙ্গন চিত্র

দলের নাম	প্রথম ভাঙ্গন	দ্বিতীয় ভাঙ্গন	তৃতীয় ভাঙ্গন	চতুর্থ ভাঙ্গন	পঞ্চম ভাঙ্গন
বি.এন.পি	বি.এন.পি. (ওবায়েদ)	বি.এন.পি. (দুদু)	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল (নিলু)	জাতীয়তাবাদী গনতান্ত্রিক দল (দীনমোহম্মদ)	বি.এন.পি. (হুদা-মতিন)
জাতীয় পার্টি	জনদল (সাদেক)	জনদল (আহসান)	জাতীয় পার্টি (মিজান)	জাতীয় পার্টি (জাফর-মোয়াজ্জেম)	জাতীয় পার্টি (মিজান-মঞ্জু)

হাতে গড়া রাজনৈতিক দলের ভাঙ্গন চিত্র

দলের নাম	প্রথম ভাঙ্গন	দ্বিতীয় ভাঙ্গন	তৃতীয় ভাঙ্গন	চতুর্থ ভাঙ্গন
জামাত	আই.ডি.এল. (রহিম)	জামাত (আব্বাস)	জামত (জব্বার)	
মুসলিম লীগ	মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	মুসলিম লীগ (শাহ আজিজ)	মুসলিম লীগ (সবুর)
খেলাফত আন্দোলন (হাফেজ্জী হুজুর)	খেলাফত আন্দোলন (কাদের)	খেলাফত আন্দোলন (আমিনী)	খেলাফত মজলিস	

ইসলামী মৌলবাদী দলসমূহের ভাঙ্গন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। সাপ্তাহিক রাজপথ, ২৮ শে নভেম্বর, ১৯৯৪ ইং

২। K.B. Sayeed, *Pakistan: The Formative Phase,* Oxford University Press, London, 1966, PP-230.

৩। হাসানুজ্জামান চৌধুরী, "বাংলাদেশের উপদলীয় কোন্দল ও দল ভাঙ্গার রাজনীতি", *দি জার্নাল অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স* , ঢাকা বিশ্বঃ সেমিনার,রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্বঃ, সংখ্যা-১১, ১৯৮৬, পৃ-৯।

৪। মাহবুবুর রহমান, "বাংলাদেশের রাজনীতিঃ উপদলীয় কোন্দল ও বিভক্তি", *দি জার্নাল অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স*, ঢাকা বিশ্বঃ সেমিনার,রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্বঃ, নম্বর-১, ইস্যু-১, ১৯৮৪, পৃঃ ৮১।

৫। Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration,* Oxford university Press, Dhaka,1973, PP. 39-40.

৬। Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh,* Dhaka, 1976, PP. 7

৭। আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, টাউন ষ্টোর্স, রংপুর, অক্টোবর, ১৯৯৮, পৃ: ৯৭৩

৮। নূরুল আমীন ব্যাপারী, " বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা", *বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি*, ডঃ গোলাম হোসেন সম্পাদিত, পৃ: ১৮৪

৯। দৈনিক সংবাদ, ২৩/৫/৯৭ ইং

১০। মুনতাসির মামুন, "দল বদলের সংস্কৃতি" *বাংলাদেশের রাজনীতিঃ এক দশক (১৯৮৮-৯৮)*, অনন্যা প্রকাশনী, ৯৯, পৃ: ৭৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জনগনের রাজনৈতিক সচেতনতা

ঢাকা শহর এবং টাংগাইল জেলার মির্জাপুর ও বাসাইল থানার ৫০ জন পুরুষ ও মহিলা উত্তর দাতার কাছ থেকে প্রশ্ন পত্র ও আলাপ চারিতার মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের জন সাধারণের কাছ থেকে প্রশ্ন পত্র ও আলাপ চারিতার মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনীতি সম্পর্কে তাদের চিন্তা ভাবনা কি সে সম্পর্কে বর্তমান থিসিসে আলোকপাত করা। বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সামাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহন সম্পর্কে ধারনা পাওয়ার চেষ্টা করা হয়।

উত্তর দাতাদের কাছে এরকম কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল-

১। '৭০ সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে আপনার চিন্তা-ভাবনা কিরকম ছিল?

২। শেখ মুজিবের শাসনামলের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন ?

৩। আপনার মতে বাকশাল গঠনই কি শেখ মুজিবের পতনের মুল কারণ ?

৪। সামরিক শাসন সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

৫। সংসদীয় গণতন্ত্রের পূনঃ প্রবর্তন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

৬। বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসিত অথবা সংসদীয় সরকার এর কোনটি উপযোগী বলে আপনি মনে করেন ?

৭। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি আপনি কতটুকু যুক্তিযুক্ত মনে করেন ?

এই প্রশ্নগুলি এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগনের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করা গেছে তা নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ বাংলাদেশের জনগনের রাজনৈতিক সচেতনতা ঃ

উত্তর দাতার প্রকৃতি	রাজনীতির সাথে কোন রকম সম্পৃক্ত নয়	রাজনৈতিক খবরাখবর রাখে	নির্বাচনে ভোট দেয়	রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশ গ্রহন করে
বুদ্ধিজীবী	১০%	৯৫%	৫০%	২০%
চাকুরীজীবি	১৫%	৮০%	৬০%	৫%
সাংবাদিক	১০%	৯৫%	৫৫%	৫%
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি	৫%	৯০%	৬০%	৮০%
কৃষক ও দিন মজুর	৯০%	১০%	৫০%	৩%
রাজনৈতিক নেতাকর্মী	-	১০০%	১০০%	১০০%

উপরোক্ত সারণীতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বুদ্ধিজীবী উত্তর দাতাদের মধ্যে ৯৫% রাজনৈতিক খবরাখবর রাখেন, নির্বাচনে ভোট দেন ৫০%, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশ গ্রহন করেন ২০% এবং রাজনীতির সাথে কোন রকম সম্পৃক্ত নন ১০%। আবার চাকুরী জীবি উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০% উত্তর দাতা রাজনৈতিক খবরাখবর রাখেন, ৬০% নির্বাচনে ভোট দেন, ২০% রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশ গ্রহন করেন, এবং ১৫% রাজনীতির সাথে কোন রকম সম্পৃক্ত নন। সাংবাদিকদের মধ্যে ৯৫% রাজনৈতিক খবরাখবর রাখেন, ৫৫% নির্বাচনে ভোট দেন, ১০% রাজনীতির সাথে কোন রকম সম্পৃক্ত নন এবং ৫% রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সরাসরি অংশ গ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীতে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, ৯০% স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি রাজনৈতিক খবরাখবর রাখেন, ৬০% নির্বাচনে ভোট দেন, ৮০% রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশ গ্রহন করে এবং ৫% রাজনীতির সাথে কোন রকম সম্পৃক্ত নন। কৃষক ও দিনমজুরদের ৯০% রাজনীতির সাথে কোন রকম সম্পৃক্ত নন, ৫০% নির্বাচনে ভোট দেন এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের প্রায় সকলেই অর্থাৎ ১০০% রাজনৈতিক খবরাখবর রাখেন, নির্বাচনে ভোট দেন এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশ গ্রহন করেন।

উত্তর দাতাদের মতামত থেকে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগই রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন এবং আরও জানা যায় রাজনীতি সম্পর্কে ইতি বাচক মনোভাব পোষন করে। তবে কৃষক ও দিন মজুরের অনেকেই এখনও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন নয় এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভোট প্রদান করে থাকে। এর প্রধান কারণ ও দারিদ্র ও অশিক্ষা, যা গনতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের পথেও বিরাট অন্তরায়।

তাই আমাদের আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দারিদ্র ও অশিক্ষা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ≈ পাঁচ

সারমর্ম ও উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষনা অভিসন্দর্ভে স্বাধীনতাপূর্ব, স্বাধীনতা উত্তর থেকে বর্তমান ১৯৯৯ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

উপ মহাদেশের এই অঞ্চলের গণতান্ত্রিক আদর্শ বরাবরই ছিল প্রেরণার উৎস। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বরাবরই জনগনের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য, এ জন্যে জনগন সংগ্রাম করেছে। রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করেছে লক্ষ্য। ১৯ শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে ২০ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সর্বভারতীয় পর্যায়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এক অর্থে ছিল বাঙ্গালীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পূর্ব বাংলার জনগনের কাছে আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে তার গণতান্ত্রিক সুরের জন্যে। এ প্রস্তাবের মর্মবানী এক দিকে যেমন জাতীয় নিয়ন্ত্রনের অধিকার অন্যদিকে তেমনি গণতন্ত্রের সার্বিক স্বীকৃতি। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়। সৃষ্টি হয় পাকিস্তানের। পাকিস্তানের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পুর্ব বাংলায় গণতন্ত্রের বিকাশ এবং তার স্বার্থক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ রাজনৈতিক মহলের গুরুত্বপূর্ন দাবীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় যে সব আন্দোরন গন মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেকটির মূল প্রোথিত ছিল গণতান্ত্রিক চেতনায়।[১] আর এই কাঙ্খিত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এই অঞ্চলে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মত উত্তম শাসন পদ্ধতি বেছে নেয়া হয়েছিল যার প্রমান আমরা পাই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মধ্যে। এই আইন অনুসারে প্রাদেশিক পর্যায়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রথম চালু করা হয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট আক্ষরিক উল্লেখ না থাকলেও ভৌগলিক দিক থেকে সংলগ্ন প্রদেশ গুলির সমন্বয়ে "স্বায়ত্ব শাসিত" অঞ্চল সমূহ গঠনের প্রশ্নটি স্বীকৃতি লাভ করে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হওয়ার পরে যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যে "ভাষা আন্দোলন" ছিল সব চেয়ে ব্যাপক, তীব্র এবং গুরুত্বপূর্ন। এদেশের জনগন যে বরাবরই গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সচেতন ছিল তার প্রমান পাওয়া যায় ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর একটি প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন, "যদি বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয় তবে বাংলাকে পাকিস্তানী রাষ্ট্র ভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন ভাষা গ্রহণ করতে হয় তবে উর্দূ ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য।"[৩]

১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফায় ছিল রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবী। যা পরবর্তীতে ১৯৫৮ সনের সংবিধানে স্বীকৃতি পায়। ১৯৬৬ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছয় দফা পেশ করেন যা ছিল বাঙ্গালী জনগনের প্রাণের দাবী, বাঁচার দাবী এবং তা ছিল বাঙ্গালী জনগনের অধিকার আদায়ের দাবী। আর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় ছিল তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তীতে এই ছয় দফার স্বায়ত্ব শাসন দাবী পূর্ণ স্বাধীনতার এক দফা দাবীতে পরিণত হয় এবং দেশের আপামর জনগনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহনের মাধ্যমে, ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে, ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

এসকল ঘটনাই প্রমান করে এদেশের জনগন বরাবরই ছিল রাজনীতি সচেতন এবং তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট, যা উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

মাতৃভাষার প্রতি এদেশের জনগনের যে তীব্র ভালবাসা ছিল তার চরম প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাজের ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ভঙ্গ। যার প্রেক্ষিতে রফিক, শফিক, সালাম, বরকত শহীদ হন। ভাষার জন্য প্রাণ দান যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। যা আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন থেকে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক ভাবে পালিত হবে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ স্মরণ করবে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের কথা।[৪] এর মত গর্বের বিষয় আমাদের আর কি হতে পারে। ১৮৮ টি দেশের সমর্থনে ইউনেস্কো কর্তৃক আমাদের এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষনা দেয়ায় ইউনেস্কোর প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে কবি শামসুর রাহমান বলেন, এ ঘটনাটি একজন কবি হিসেবে আমি নিজেও গৌরব বোধ করছি। তিনি বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ভাবে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি দিয়েছে। আন্তর্জাতিক জগতে আমাদের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে একটি সংবিধান তৈরী করতে যেখানে দীর্ঘ ৯ বছর সময় ব্যয় হয় সেখানে বাংলাদেশ স্বাধীনতার মাত্র ৯ মাসের মধ্যে একটি আধুনিক, উন্নত, গণতান্ত্রিক সংবিধান জাতিকে উপহার দিয়ে নজির সৃষ্টি করেন। কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ, ওআইসি সহ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ, আন্তর্জাতিক বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ, সুষ্ঠু সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান, শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষন প্রদান বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে যা এদেশের জনগনকে দেশের প্রতি, রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল করেছে। কিন্তু পরবর্তী কালে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের ঘাত প্রতিঘাতে বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থা চালু হয়।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বাংলাদেশ রাষ্ট্র নির্মানের ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল, স্বাধীনতার কিছু কাল পরেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই স্পষ্ট ও প্রভাবশালী অবস্থাটি আর টিকে থাকেনি। পাকিস্তানী সামরিক রাজনীতির ধারাবাহিকতার পথ ধরে সামরিক বাহিনীর একটি উচ্চাভিলাষী অংশের দ্বারা নির্মম অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই প্রথম সহিংসতার অনুপ্রবেশ।[৭] যা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সহিংসতা দান করেছে। পাকিস্তানী সামরিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার পথ ধরে ১৯৭৫-৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশে সামরিক শাসন বিরাজমান ছিল। অবশেষে ১৯৯০ এর সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ঘটে। ১৯৯১ সনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এক অভুতপূর্ব জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশে-বিদেশে এই নির্বাচন বহুল প্রশংসিত হয়। এই নির্বাচনে ৭৩.৬১% ভোটার ভোট প্রদান করে, যা কোন কোন সময় উন্নত বিশ্বেও সম্ভব নয়।[৮] এই নির্বাচনের মাধ্যমেই সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ নির্বাচন ও সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের ধারা প্রচলিত হয়। মহিলারাও রাজনীতিতে বেশ সচেতন ও সক্রিয়। অনেক প্রতিকূলতা সত্বেও স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলারা বেশ অংশ গ্রহন করে থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে জাতীয় সংসদের মহিলা আসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে ৭৯তম, উপমাহাদেশের গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের স্থান যেখানে ৮৫তম।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

একটি দেশ ও সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির চরিত্র ও চেহারা বোঝার জন্য তিনটি দিকে খেয়াল রাখা দরকার।

প্রথমত ঃ সাধারণ শ্রমজীবি লোকদের রাজনৈতিক চেতনা ও আচরণ।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক নেতা- কর্মীদের চিন্তা-চেতনা ও আচরনের মান।

তৃতীয়তঃ বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠির অধিমানসিক ও সাংস্কৃতিক মান এবং ভূমিকা।[১০]

বাংলাদেশের রাজনীতির নেতিবাচক কিছু দিকও উল্লেখ করা যায়। সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য এ সমাজে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো এখনও তৈরী হয়নি। যদিও দেশে বহু রাজনৈতিক দল বর্তমান তথাপি রাজনৈতিক দল দেশের জনগনের ব্যাপক রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার প্রতিফলন ঘটায়না। দল বদল এবং উপদলীয় কোন্দল এখানকার রাজনৈতিক নেতা ও দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১১] গত ৮ই ডিসেম্বর '৯৯ সিরাজগঞ্জ-৮ আসনের উপনির্বাচনের আওয়ামীলীগ প্রার্থী হাসিবুর রহমান স্বপন বিএনপি থেকে এসে আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি নির্বাচনে জয়ী হননি।[১২] আশার কথা যে, সেখানকার ভোটারদের স্বকীয়তা জাগ্রত আছে। এটি উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জনগনের চিন্তাভাবনা তেমন প্রতিফলিত হয় না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সমস্ত নীতি নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে জনসাধারনের ভূমিকা সামান্য। তবে ভারতের মত বাংলাদেশেও শহরাঞ্চলে ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক কৃষ্টি অংশ গ্রাহক কৃষ্টিতে রূপান্তিরিত

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে। এটিকে মাইরন ওয়েন্যারের (Myron Weiner) কথায় বাংলাদেশের এলিট কৃষ্টি নামে আখ্যায়িত করা চলে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টির আরও যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হল- পারস্পরিক আস্থাহীনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব, আত্ম স্বার্থের মারাত্মক প্রভাব, ক্ষমতা এবং ক্ষমতাশালীদের প্রতি দুর্বলতা।[১৩] তবে গ্রাম এবং শহরের বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন শ্রেণীয় পুরুষ এবং মহিলাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে জানা গেছে এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগনই তাদের নিজেদের অধিকার, জাতীয় রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। সুযোগ পেলেই তারা তা স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রকাশ করে। তারা তাদের ভালমন্দ বুঝতে পারে এবং কোনটি গ্রহন করতে হবে আর কোনটি বর্জন করতে হবে তা তারা জানে। তবুও তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ হিসেবে কিছু সমস্যা থেকেই যায়, যা সহজেই অতিক্রম করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, অ্যালমন্ড ও ভারবা রাজনৈতিক কৃষ্টিকে যে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন তার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই কমবেশী বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। অর্থ্যাৎ এখানে সংকীর্ন রাজনৈতিক কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য যেমন পরিলক্ষিত হয় তেমনি অধীন রাজনৈতিক কৃষ্টি এবং অংশ গ্রাহক রাজনৈতিক কৃষ্টির কিছু বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। সংকীর্ন রাজনৈতিক কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানে যেমন জনগন সরকারের নিকট থেকে দায়িত্বশীলতা অথবা তাদের দাবী-দাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী পক্ষ থেকে কোন সাড়া আশা করে না বা পায় না। তেমনি এখানে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে জনসমষ্টির অংশ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহন অত্যন্ত সীমিত। আবার রজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বস্তরে না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনগন সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করেছে।

"আসলে প্রত্যেক রাজনৈতিক কৃষ্টিতে রয়েছে তিনের সংমিশ্রন। সবচেয়ে বেশী অংশ গ্রাহক রাজনৈতিক কৃষ্টিতেও রয়েছে সংকীর্ন ও অধীন রাজনৈতিক কৃষ্টির কিছু উপাদান। অন্যদিকে সংকীর্ন ও অধীন রাজনৈতিক কৃষ্টিতেও অংশ গ্রাহক কৃষ্টির কিছু কিছু উপাদান বিদ্যমান থাকে। অন্য আর এক অর্থেও প্রত্যেক রাজনৈতিক কৃষ্টি হল মিশ্রিত। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যেও সংকীর্ন অধীন ও অংশ গ্রহনকারীর দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান।"[১৪]

সকল আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, **বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি**।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। এমাজ উদ্দিন আহমদ, "গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা", *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা*, অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আমহদ সম্পাদিত, করিম বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, মে ১৯৯২।

২। গিয়াস উদ্দিন মোল্যা, "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা- ৪২, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২।

৩। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, "আমাদের ভাষা সমস্যা", *দৈনিক আজাদ*, ১২ই শ্রাবন, ১৩৫৪ বাং।

৪। "২১শে ফেব্রুয়ারী স্বীকৃতি পেল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে", *সংবাদ*, ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৯ইং।

৫। পূর্বোক্ত।

৬। প্রাগুক্ত।

৭। ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মন, "রাজনৈতিক কৃষ্টি ও সহিংসতা", *সমাজ নিরীক্ষণ*- ৩৮, ১৯৯০, পৃঃ- ২৩।

৮। *বিচিত্রা*, ২১শে জুন, ২৫ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, পৃঃ- ২২।

৯। *সংবাদ*, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ইং।

১০। বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৬, পৃঃ ৫৭।

১১। এমাজ উদ্দিন আহমদ, *তুলনামূলক রাজনীতিঃ সামাজিক বিশ্লেষণ*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৪৯।

১২। সংবাদ, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ইং।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০

১৪। Gabriel Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture*, (Princeton: Princeton University Press, 1963), PP- 15 - 19.

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

আহমদ, এমাজউদ্দীন, *তুলনামূলক রাজনীতিঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, তৃতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা, ১৯৯১ইং।

---------- সম্পাদিত, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রঃ প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা*, করিম বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, মে ১৯৯২ইং।

আহাদ, অলি, *জাতীয় রাজনীতি ঃ ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, বর্ণরূপ মুদ্রায়ন, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৯৯ইং।

আব্দুল মতিন; আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২।

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৭৫ইং।

আরিফ, রইস উদ্দিন, *অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালি ও বাংলাদেশ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ১৯৯৫ইং।

ইমাম, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, সিরাজুল, সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৮৭১)* ১ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

উমর, বদরুদ্দীন, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, মে ১৯৯৫ইং।

--------------, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি*, [illegible], ঢাকা, [illegible], ১৯৯[illegible]ইং।

কামাল, মোস্তফা, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের ২৫ বছর*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ইং।

কাদির, মুহাম্মদ নূরুল, *দু'শো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, মুক্ত প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৭ইং।

গুপ্ত, সন্তোষ, *ইতিহাস আমাদের দিকে*, ইউ পিএল, ঢাকা ১৯৯০।

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান, "রাষ্ট্রবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি" *সমাজ নীরিক্ষণ*- ৩৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০।

ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, *'৭১-এর দশ মাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭ইং।

----------------, সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধঃ প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ইং।

Dhaka University Institutional Repository

মাশরাফী, ডঃ মুখদুম-ই-মূলক, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, উপরি কাঠামো নির্ভরশীলতা", *রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা*, ঢাকা, জুন ১৯৮৬।

মামুন, মুনতাসীর ও রায়, জয়ন্তকুমার, "সামরিক বাহিনী ও রাজনীতিঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা- ৪২*, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ইং।

মোল্যা, গিয়াস উদ্দিন, "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা- ৪২*, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ ইং।

মামুন, মুনতাসীর, *বাংলাদেশের রাজনীতিঃ এক দশক (১৯৮৮-৯৮)*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৯ইং।

মুকুল, এম.আর আখতার, *মুজিবের রক্ত লাল*, সাগর পাবলিসার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ইং।

----------, *আমি বিজয় দেখেছি*, সাগর পাবলিসার্স, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৯ইং।

বর্মন, ডঃ ডালেম চন্দ্র, রাজনৈতিক কৃষ্টি ও সহিংসতা, *সমাজ নিরীক্ষণ- ৩৮*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০ইং।

----------, সংবিধান সংশোধনী এবং গণতন্ত্র, *সমাজ নিরীক্ষণ- ৪২*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২ইং।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্দীন, এটিএম, সংকলিত ও অনুদিত, *পাকিস্তান যখন ভাঙ্গলো*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬ইং।

হক, মাসুদুল, *বাঙ্গালি হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙ্গন*, সুচয়নী পাবলিসার্স, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৭ইং।

হান্নান, ডঃ মোহাম্মদ, *বাঙ্গালির ইতিহাস*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৯৮ইং।

হোসেন, মোকাররম, *সমাজ ও সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫ইং।

হালদার, গোপাল, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা- ১৯৭৪ইং।

----------,সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধঃ প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী- ১৯৯৮ইং।

Almond, Gabrial and Sideney Verba, *The Civic culture*, Prineton : Princeton University press, 1963.

Almond, Gabrial and G. Bingham Powell, Jr, *Comparative politics : A Developmental Approach*, (Boston : Little, Brown & Co. 1966).

Ahmed, Emajuddin, *Military Rule and the Myth of Democracy*, UPL, Dhaka, 1988.

Dhaka University Institutional Repository

Bill, James A. and Robert L. Hardgrave, Jr. *Comparative Politics : The quest for Theory*, Ohio : A Bell & Howell Co. 1973.

Bhuiyan, M. Syefullah, "Political Culutre in Bangladesh". *Social Science Review*, The Dhaka University Studies, Part- D, Vol - VIII, June & September, 1991, No- 1 & 2.

Djiwandono, J.S and Y.M. Cheong, "The Military and Development in Southeast Asia" in J.S Djiwandono and Y.M. Cheong, eds. *Soldiers and Stability in Southeast Asia*, Institute of Southeaast Asian Studies. Singapore. 1988.

Emerson, Rupert, *From Empire to Nation*, Cambridge : Harvard University Press, 1960.

Finer, S.E, *The Man on Horseback : the Role of the Military in Politics*, Pallmall Press, London, 1962.

Huntinaton, S.P. *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968.

Hyman, Herbert, *Political Socialization : A Study in the Psychology of Political Behaviour*, Newyork : Free Press, 1962.

----------, *Pakistan : Failure in National Integration*, Dhaka : Oxford University Press, 1973.

----------, *Bangladesh Politics : Problems and Issues*, UPL, Dhaka, 1980.

----------, "Bangladesh in 1972 : Nation Building In A New Stae" *Asian Survey*, February, 1973.

Dhaka University Institutional Repository

Kamrava, Meharan, "Political Culture and a new definition of the Third World", *Third World Quarterly*, UK, Vol- 16, No- 4, December- 1995.

Macridis, Roy, C, *Contemporary Political Indeologies*, Waltham, Mass. 1979.

Pye, Lucian W, "Political Culture", In *The International Encyclopedia of the Social Science*, 1968, Vol- 12.

Sayeed, K.B, *Pakistan : The Formative Phase*, Oxford University Press, Dhaka, 1967.

----------, *The Political System of Pakistan*, Oxford University Press, Dhaka 1967.

Talukder Moniruzzaman, "Bangladesh : An Unfinished Revolution", *Journal of Asian Studies*, Vol- 34, No- 4, August- 1975.

----------, *The Bangladesh Revolution and its After math*, Bangladesh Book International Ltd, Dhaka 1980.

----------, *The Politics of Development : The Case of Pakistan, 1947 - 1958*, Green Book House Ltd, Dhaka, 1971.

Verba, Sidney, "Comparative Political Culture" in Lucian Pye and Sidney Verba, eds, *Political Culture and Political Development*, Princeton : Princeton University Press, 1965.

Welch, C.E, and A.K. Smith, *Military Role and Rule*, Duxbury Press, North Scituate, 1973.